CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 17 July, 2024 ■ আগরতলা ১৭ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ১ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গন্ডাছড়ায় ক্ষতিগ্রস্থদের সরকারের আর্থিক সহায়তা, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।। গণ্ডাতুইসা মহকুমায় সাম্পতিক অনভিপ্রেত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক সহায়তা বরাদ্দ করেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৃত পরমেশ্বর রিয়াংয়ের পিতা খড়গরাম রিয়াংকে ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনায় ১৬৫টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য রাজ্য সরকার ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যেই অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা হিসেবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, দোকানপাট এবং অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের প্রক্রিয়া চলছে এবং শীঘই এই প্রক্রিয়া শেষে অবশিষ্ট আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। অন্যদিকে, ত্রাণ শিবিরে অবস্থানরতদের প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ ধলাই জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার গণ্ডাতুইসা পরিদর্শন করেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দোকানপাট ও বাজার-হাট স্বাভাবিকভাবেই খোলা রয়েছে এবং পরিস্থিতি দ্রত স্বাভাবিক হচ্ছে।

এদিকে, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে গণ্ডাছড়ার জনজীবন। মঙ্গলবার গণ্ডাছড়ার বাজারে স্বাভাবিক ছন্দ পরিলক্ষিত হয়েছে। এদিন এলাকা পরিদর্শনে গেছেন ধলাই জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ।পরিদর্শন শেষে তিনি জানিয়েছেন, এদিন বাজারহাট স্বাভাবিকভাবেই খোলা হয়েছে।দূরদুরান্ত থেকে গ্রামবাসীরা পসরা নিয়ে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ বাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। পুনরায় দোকানপাট খুলতে পেরে খুশি জনগন।জেলা শাসক আরো জানিয়েছেন, গণ্ডাছড়ার পরিবেশ এখন শান্ত রয়েছে। তবে সবকিছু পুরোপুরিভাবে স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আরক্ষাবাহিনী মজুদ থাকবে এলাকাগুলিতে।

অন্যদিকে, গণ্ডাছড়া এখনো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আজ সকালে পুলিশের লাঠি চার্জে এক ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া, ১৬৩ বিএনএস ধারায় অনুযায়ী পুলিশ ছয় যুবককে গ্রেফতার করেছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল, মন্ত্রী-বিধায়কের নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধিদল গণ্ডাছড়া সফরে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে ক্ষোভের মুখোমুখি হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাসও তাঁরা দিয়ে এসেছেন। মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিনিধিদের সাথে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন এবং সকলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু, তাঁরা গণ্ডাছড়া থেকে ফিরে আসার পর রাতেই বাজারের তিনটি দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ঘটনায় পরিস্থিতি আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে। আজ সকালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে পুলিশের লাঠির আঘাতে গনেশ সাহা নামে বাজারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজোয়ারে গোটা রাজ্যে পঞ্চায়েতে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। মঙ্গলবার বিজেপি দলের উদ্যোগে গোটা রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকা থেকে জনপ্রতিনিধিরা প্রার্থীদেরকে সঙ্গে নিয়ে এদিন বিডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা করেছেন। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মহকুমায় বিজেপির মনোনয়নপত্র দাখিলের অনুষ্ঠানে ব্যাপক জনসমর্থন পরিলক্ষিত হয়েছে।

এদিন মোহনপুরে সুবিশাল রেলির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র জমা করেছেন প্রার্থীরা। নেতৃত্বে ছিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সুবিশাল রেলি থেকে প্রার্থীরা এদিন মোহনপুরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মনোনয়নপত্র জমা করেছেন।

এদিকে আগরতলা সূর্যমনিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক রামপ্রসাদ পালের নেতৃত্বে ওই এলাকার পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা করেছেন।

এদিকে কল্যাণপুরে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর নেতৃত্বে একযোগে বিজেপি এবং তিপ্রা মথা দলের মনোনীত প্রার্থীরা বিডিও অফিসে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সবকটি আসনে বিজেপি এবং তিপ্রা মথা দলের প্রার্থীরা জয়ী হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন বিধায়ক।

একইভাবে এদিন বিপুল জন জোয়ারের মধ্যে দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিল তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধীন ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীরা। মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া টাউন হলের সামনে থেকে ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের সাতটি পঞ্চায়েতের ৭৭ জন এবং পাঁচজন পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে সু-সজ্জিত র‍্যালী করেছে।

এদিনের মিছিলটি তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ব্লক অফিসে মনোনয়ন পত্র দাখিল করে। এদিন এই মনোনয়ন পত্র দাখিল ঘিরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিন মনোনয়ন দাখিলের সময় বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের সঙ্গে ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিজেপি

মন্ডলের সহ সভাপতি নিতিন কুমার সাহা , সম্পাদক গোপাল বর্মন, বিজেপি নেতা সুমন ঘোষ, প্রজেশ সরকার, মধুসূদন রায় সহ অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরনের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের রায় ঘোষণা দিয়েছে উচ্চ আদালত। আগামী ৩ মাসের মধ্যে তাদের নিয়মিতকরণের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।আজ উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং ও বিচারপতি এস. দত্ত পুরকায়স্থের ডিভিশন বেঞ্চে একগুচ্ছ আপিল মামলার রায়ে নির্দেশ দিয়েছেন, ২৩শে আগস্ট ২০১০ এর মধ্যে যারা সর্বশিক্ষা প্রকল্পে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছেন তাদের নিয়মিতকরণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে উচ্চ আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ. কে কুরেশি ও বিচারপতি এস. জি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে স্কীম প্রণয়ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক রাজ্য সরকার ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে স্কীম প্রণয়ন করেন।

কিন্তু স্কীম কার্যকর করার সময় বিরাট সংখ্যক শিক্ষককে নিয়মিতকরণ থেকে বঞ্চিত করা হয়।রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, ৩ রা সেপ্টেম্বর ২০০১ এরপর এবং ৩০ শে আগস্ট ২০১০ এর পূর্বে নিযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতা ছিলনা। শিক্ষা দপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বঞ্চিত শিক্ষকরা রিট মামলা করেন।একক বিচারপতি ২৩ শে মে ২০২৩ ওই মামলাগুলি খারিজ করে দিয়েছেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে অনেকগুলি রিট আপিল হয়। রিট আপিলগুলির দীর্ঘ শুনানি গ্রহন করেন উচ্চ আদালত। আজ ডিভিশন বেঞ্চ রিট আপিলগুলি মঞ্জুর করেছেন প্রদত্ত রায়ে। এদিনের এই রায়ের ফলে কয়েক হাজার সর্বশিক্ষার শিক্ষক উপকৃত হবেন।

আপিল মামলাগুলোতে নিয়মিতকরণ থেকে বঞ্চিত শিক্ষকদের পক্ষে ছিলেন বরিষ্ট আইনজীবী কিরন সূরী, বরিস্ট আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন, শমীক দেব, তাপস দত্ত মুজমদার, আইনজীবী দিবেন্দু সরকার, সমরজিৎ ভট্টাচার্য, কৌশিক নাথ, আইনজীবী শংকর লোধ প্রমুখ। সরকার পক্ষে ছিলেন এডভোকেট জেনারেল এস. এস দে প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি

বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে কংগ্রেস, ত্রিপুরা সম্পর্কে তাদের কোন ধারনা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। ত্রিপুরা সম্পর্কে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা এখনো মনে ঘৃণা পোষণ করেন। ত্রিপুরা সম্পর্কে তাদের সঠিক কোনো ধারণা নেই। যেভাবে তারা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে, সাম্প্রদায়িক উস্কানির মাধ্যমে দূরে সরে গিয়েছিলেন সেই ধারাকে পুনরায় কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। উল্লেখ্য ত্রিপুরায় সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে নয়া দিল্লিতে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। সেখানে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া গন্ডাছড়ার ঘটনাকেও মণিপুরের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছেন কংগ্রেস নেতা অজয় কুমার।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন বিজেপি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, গণ্ডাছড়ার যুবক পরমেশ্বর রিয়াংয়ের মৃত্যু দুঃখজনক। তবে এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত ঘটনা। এক ভবঘুরেকে বাঁচাতে গিয়ে সে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। সেখানে তাকে ধাক্কা দিলে সে বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু এই বিষয়ে কংগ্রেস বলছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নাকি রাজ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান তিনি। এর মাধ্যমে রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করে গোটা ভারতের বুকে ত্রিপুরাকে বদনাম যে করছে কংগ্রেস। বর্তমানে গণ্ডাছড়া স্বাভাবিক ছন্দে রয়েছে। প্রশাসনিক উদ্যোগে সবকিছুই স্বাভাবিক রয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস দল সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এছাড়াও তিনি আরো বলেন, কংগ্রেস বলছে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যব্যাপী আক্রান্ত হচ্ছেন তারা। কিন্তু কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গায় মিথ্যে অভিযোগ চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সাংবাদিকদেরও মিথ্যে বিবৃতি দিচ্ছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা এমনই অভিযোগ করেন বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ত্রিপুরায় সন্ত্রাসের অভিযোগ এন দিল্লিতে সরব কংগ্রেস

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ।। ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে সন্ত্রাসের ঘটনায় চিৎকার শুরু হয়েছে দিল্লিতেও। কংগ্রেস আজ নয়াদিল্লীতে পার্টি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্বেগের সুরে দাবি করেছে, মণিপুরের পথেই ত্রিপুরা হাঁটছে। শাসক দলের মদতে সহিংসতায় নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, বাড়িঘর পুড়ছে। তাই ত্রিপুরার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনে কংগ্রেসের সংসদীয় দল শীঘ্রই রাজ্য সফর করবে।

এদিন কংগ্রেস নেতা অজয় কুমার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আজ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে লোকসভা সাংসদ তারিক আনোয়ার এবং গৌরব গগৈকে এআইসিসি পর্যবেক্ষক হিসাবে ত্রিপুরায় নিযুক্ত করেছেন। তাঁর দাবি, বিজেপি জন্মগত দাঙ্গাবাজ। তাছাড়া, বিজেপির দলের কর্মীরা ত্রিপুরায় ক্রমাগত, অন্যায় এবং সহিংস পরিস্থিতি তৈরী করে চলছেন।

রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে শাসক দল বিজেপির লাগাতর সন্ত্রাসে কংগ্রেস কর্মীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাঁরা প্রতিনিয়ত ওই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে আছেন। শাসক দলের অত্যাচারের প্রতি রাজ্য সরকারের অন্ধত্ব রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা অবস্থার চরম অবনতি ঘটিয়েছে, আক্ষেপ করে বলেন অজয় কুমার।

তাঁর দাবি, লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ত্রিপুরায় সহস্রাধিক রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, ভোট কারচুপির ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। অথচ, ওই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলে ওই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার মিলেনি, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বেও এমন বহু ঘটনা কংগ্রেস কর্মীদের সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি, এআইসিসি নেতাদেরও আক্রমনের শিকার হতে হয়েছে।

এদিন তিনি ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতিকে মণিপুরের পূর্বাভাস বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, দীর্ঘ বছর ধরে মণিপুরে কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মিলেমিশে বসবাসের ইতিহাস রয়েছে। অথচ ক্ষমতায় টিকে থাকার লোভে তাঁদের বিভাজনের রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। হিংসায় জর্জরিত হয়েছে মণিপুর। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচন

কংগ্রেসের দুই পর্যবেক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। ত্রিপুরার পঞ্চায়েত নির্বাচনের উদ্ভূত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে দুইজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। আজ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকে শাসক দলের আশ্রিত দূর্বৃত্তরা কংগ্রেস কর্মীদের উপর এবং অফিসগুলিতে হামলার চালাচ্ছে। তাই সর্বভারতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ত্রিপুরার জন্য দুইজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেছেন। তারা হলেন, তারিক আনোয়ার এবং গৌরব গগৈ।

বিলোনীয়ায় কাঞ্চনজঙ্ঘার স্টপেজ চেয়ে রেলমন্ত্রীকে চিঠি পরিবহন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে সাব্রুম রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবার সাম্প্রতিক সম্প্রসারণের জন্য রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। পাশাপশি রেলমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি আরো উল্লেখ করেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া উপ-বিভাগের মানুষের দাবি বিলোনিয়া রেল স্টেশনে যেন ট্রেনটিকে থামানো হয়।

বিলোনিয়া রেলস্টেশনে একটি স্টপেজ প্রদান করলে বিলোনিয়া সাব-ডিভিশনের বাসিন্দাদের জন্য ত্রিপুরার অন্যান্য অংশে এবং তার বাইরে সংযোগের সুযোগ উন্নত হবে। এটি স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের উভয়ের জন্য পরিবহনে আরো সুবিধা প্রদান করবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উল্লেখ করেন, বিলোনিয়া রেল স্টেশনটি ত্রিপুরার রেল নেটওয়ার্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থান হিসাবে আরও ভালভাবে কাজ করবে। বিলোনিয়া দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন এখানে থামলে যাত্রীদের যেমন সুবিধা হবে তেমনি উপকৃত হবেন শহরবাসীও। তাই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের নিকট বিলোনিয়াতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনের স্টপেজ দেওয়ার জন্য অনুমতি দিতে আবেদন করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

পঞ্চায়েত নির্বাচন

উচ্চ আদালতে বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই ।। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে এবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের দ্বারস্ত হয়েছেন বামেরা। সুনির্দিষ্ট কিছু আবেদনের ভিত্তিতে গতকাল আদালতে পিটিশন জমা দিয়েছিলেন তাঁরা। আজ হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং এবং বিচারপতি এস ডি পুরকায়স্থের খন্ডপীঠে ওই আবেদন গৃহীত হয়েছে। আগামী ১৮ জুলাই ওই আবেদনের শুনানি হবে।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে সন্ত্রাসের অভিযোগে সরব হয়েছেন বামেরা। বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী বাদল শীলের মৃত্যুতে পারদ আরও চড়েছে। শাসক দল বিজেপিকে নিশানায় নিয়ে বামেরা প্রতিনিয়ত নির্বাচনকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে সাংবাদিকের বাড়িতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলি হামলা, নিন্দা এডিটরসগিল্ড-এর

ইমফল, ১৬ জুলাই (হি.স.) ।। মণিপুরে এবার সাংবাদিকের বাড়িতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা গুলি হামলা চালিয়েছে। তবে এ ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে এডিটরসগিল্ড এবং মণিপুর প্রেস ক্লাব।পুলিশ জানিয়েছে, ইমফল পূর্ব জেলার অন্তর্গত হেইনগাং থানাধীন কোম্বা খাবাম লাই হারাওবামে লয়লাকপার এলাকায় অবস্থিত স্থানীয় সংবাদপত্র 'নাহারোলগি থৌডাং'-এর সম্পাদক ও প্রকাশক খোইরম লয়ালাকপা-র বাসভবনে আজ মঙ্গলবার ভোরের দিকে বন্দুক হামলা চালিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারীরা।সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা খোইরম লয়ালাকপা-র বাসভবনে আনুমানিক ছয়টি গুলি ছুঁড়ে বাড়ির দেওয়াল এবং সদর গেট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে হামলার সময় পত্রিকা সম্পাদক লয়ালাকপা বাড়িতে ছিলেন না।ঘটনার খবর পেয়ে হেইনগাং থানা থেকে পুলিশের দল বোমা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।এখন পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তাই ঘটনার প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনও অস্পষ্ট।এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'অল মণিপুর ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট ইউনিয়ন' ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন দুই বিচারপতি নিয়োগ শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স.)।। নতুন দুই বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট। এন কোটিশ্বর সিং এবং আর মহাদেভন নিযুক্ত হলেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সুপ্রিম কোর্টের নতুন দুই বিচারপতিকে নিযুক্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালে জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিং জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট এবং লাদাখের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলেছেন। আর মহাদেভন ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি।

মনোয়ন জমা দিতে গিয়ে আক্রান্ত কংগ্রেস প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা জারি রয়েছে। আজ মনোয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা শাসক দলের দুর্বৃত্তদের আক্রমনের শিকার হয়েছেন। এমনই অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস কর্মীরা। অভিযোগের মাত্রা এখানেই থামেনি। পুলিশের সামনে তাদের গাড়ির গ্লাস ভাঙচুর করা হয়েছে।

আজ সকাল থেকে বামুটিয়ায় পঞ্চায়েত সমিতি মনোনয়ন পত্র জমা দিতে সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বামুটিয়ায় আসা মাত্র শাসক দল বিজেপির শতাধিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৭৪ ▫ ১৭ জুলাই ২০২৪ ইং ▫ ১ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ শা

ইন্দু বাংলা জলপথ সুসম্পর্কের প্রতীক

ইন্দু বাংলা জলপথ দিয়া পন্য পরিবহনের সিদ্ধান্ত উভয় দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপর দারুন প্রভাব ফেলিবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের এই সম্পর্ককে বিনষ্ট পরিবারের জন্য নানা চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে। ভারত সরকারও এ বিষয়ে সচেতন রহিয়াছে। যেকোনো পরিবেশ পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে ভারত প্রস্তুত রহিয়াছে।

ভারতের প্রতিবেশী দেশ হইলেও চীন বরাবর ভারতকে চাপে রাখিতে নানান পদক্ষেপ নিয়া থাকে। মূলত তাহাদের আগ্রাসন নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাহারা এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যে কারণেই চীন নতুন নতুন চাল চালিয়া ভারতের প্রতিবেশী ছোট ছোট দেশগুলিকে অর্থ থেকে শুরু করিয়া বিভিন্ন দিক দিয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। ভারতকে চাপে ফেলিতে চীনের লক্ষ্য মূলত শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন ছোট ছোট দেশ।সম্প্রতি ভারতকে চাপে ফলিবার জন্য চীন বাংলাদেশকে হাতিয়ার করিতে দেখা গিয়াছে বিভিন্ন সময়। কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় সেই সকল চীনের চাল অতীত হইয়াছে এবং দিন দিন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন দিক দিয়া সম্পর্ক আরও গভীর হইতেছে। ঠিক যেমন এবার জলপথে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাইলো দুই দেশ।জলপথে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে যাহাতে আরো সুবিধা বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য টানা চার দিন ধরিয়া দুই দেশে জাহাজ মন্ত্রকের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। যেখানে পরিকাঠামো থেকে শুরু করিয়া প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা উঠিয়া আসিবার পাশাপাশি সময় বাঁচানো থেকে খরচ বাঁচানো ইত্যাদি নানান বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এসবের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন জলপথ মারফত দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। যে সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উপকৃত হইবে দুই দেশই।এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে জাহাজ শ্রীলঙ্কার কলম্বো হইয়া ভারতে ঢুকিতো। যে কারণে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ভারতে ঢোকার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে অনেকটাই লাগতো, সময়ের পাশাপাশি ঘুরপথে পণ্য আসিবার ফলে খরচও অনেকটাই বাড়িয়া যাইত। যে কারণে এমন সময় ও খরচ কমানোর জন্য এবার ঘুরপথে পণ্য পরিবহন বন্ধ করিয়া সরাসরি পণ্য পরিবহনের বিষয়ে উদ্যোগ নিয়াছে দুই দেশ।কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর থেকে সহজেই সরাসরি বাংলাদেশের যে সকল বন্দরগুলিতে জাহাজ এবং বার্জের মাধ্যমে অন্য আমদানি রপ্তানি করা সহজ সেই সকল বন্দরগুলি

হইল চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মঙ্গলা, আশুগঞ্জ। মোটের উপর দুই দেশের জাহাজ মন্ত্রকের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলি তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেই সকল সুযোগ সুবিধা নিয়া বেশ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। এতে একদিকে যেমন ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্য সহজেই বাংলাদেশে পৌঁছিয়া দেওয়া যাইবে, ঠিক সেই রকমই আবার বাংলাদেশ থেকেও বিভিন্ন পণ্য সহজেই ভারতে চলিয়া আসিবে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত ভারত ও বাংলাদেশের দীপাকের সম্পর্ককে আরো ঘনীভূত করিবে। দুই দেশের আর্থিক সম্পর্ক মজবুত হইলে একদিকে যেমন উভয় দেশ লাভবান হইবে ঠিক তেমনি উভয় দেশের মধ্যে আত্মীয়তার মেলবন্ধন আরো সমৃদ্ধ হইবে।

উত্তরবঙ্গের জন্য সতর্কতা নেই; দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিরই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স.): উত্তরবঙ্গের জন্য বৃষ্টি দুর্যোগের আর কোনও সম্ভাবনা নেই, কোনও সতর্কতাও জারি করেনি আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত চলবে। তাপমাত্রাও থাকবে অনুকূল। মঙ্গলবারই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ডিগ্রি ২৭.৪ সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে কোথাও সতর্কতা নেই। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতার আকাশ সকাল থেকে ছিল মেঘলা, মাঝেমধ্যে রোদেরও দেখা মিলেছে। কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। রবিবার পর্যন্ত আবহাওয়া পরিবর্তনের তেমন সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই। কমবে বৃষ্টির পরিমাণ।

বিহারের বখতিয়ারপুরে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু ৬ জনের, আহত আরও ৫

পাটনা, ১৬ জুলাই (হি.স.): বিহারের বখতিয়ারপুরে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পাটনার বখতিয়ারপুর থানা এলাকার অধীনে জাতীয় সড়কের ওপর। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে, গাড়ির চাকা গাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।স্করপিও গাড়িতে ঠিক কতজন ছিলেন, তা আপাতত জানা যায়নি। যাইহোক, দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহতদের চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁদের মধ্যে ৬ জন মারা গিয়েছেন। ৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার, বারহ-২ অভিষেক সিং বলেছেন, 'মঙ্গলবার সকালে বখতিয়ারপুরে ৩১ নম্বরটি জাতীয় সড়কের ওপর এক দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৫ জন আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।' পুলিশ জানিয়েছে, একই পরিবারের সদস্যরা স্করপিও গাড়িতে চেপে বিহারের নওয়াদা জেলা থেকে পাটনার বরহউমানাথ মন্দিরে মাথা মুন্ডানোর জন্য যাচ্ছিল।

ছিলেন সমালোচক, সেই ভ্যান্সকেই ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই (হি.স.): একদা ডোনাল্ড ট্রাম্পের তীব্র সমালোচক ছিলেন। এবার সেই জে ডি ভ্যান্সকেই আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) থেকে আমেরিকার উইসকনসিনে শুরু হয়েছে রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলন। সেই সম্মেলনেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলের তরফে কাকে প্রার্থী করা হবে? সেই বিষয়ে ভোট হয়। যাতে জয়ী হয়েছেন ট্রাম্প। চলতি বছরেই আমেরিকায় নির্বাচন। তাতে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম পাকা করে নিয়েছেন ট্রাম্প।

মন্দ মুদ্রা বনাম মন্দ সমাজ

শিশির ভট্টাচার্য্য

মুদ্রার উত্তম-মধ্যম আমেরিকার ডলার, ইউরোপের ইউরো, বাংলাদেশের টাকা— প্রত্যেকটি মন্দমুদ্রা। এই সব মন্দমুদ্রার কারণে মন্দ হচ্ছে বাজার, মন্দ হচ্ছে সমাজ, মন্দ হচ্ছে প্রজন্ম। প্রশ্ন হতে পারে, 'মুদ্রার উত্তম বা অধম হওয়ার সঙ্গে সমাজ বা প্রজন্মের ভালো-মন্দের কী সম্পর্ক?' উত্তরে বলব, উভয়ের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী এবং গভীর বটে।

মুদ্রা বা টাকা চার ধরনের হতে পারে: উত্তম, মধ্যম, মন্দ ও জঘন্য। বাজারে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ মুদ্রার উত্তম-মধ্যমের একটা নিয়ামক। মুদ্রার পরিমাণের সঙ্গে আবার বাজারের আকারের একটা সম্পর্ক আছে। 'বাজারের আকার' বলতেই বা আমরা কী বোঝাচ্ছি? ধরা যাক, কোনো বাজারে কী পরিমাণ লেনদেন হয়, তার ওপর নির্ভর করে ওই বিশেষ বাজারের আকার। একটি গ্রাম ও একটি শহরের বাজারের আকার সমান নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের তুলনায় বড় বাজার। সব বাজারের মুদ্রার প্রয়োজন সমান নয় এবং প্রতিটি বাজারের জন্যে প্রয়োজনীয় মুদ্রার একটি কাম্য পরিমাণ নিশ্চয়ই আছে।

অর্থনীতির গত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস থেকে আমরা জানি, মুদ্রার পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে গেলে পণ্যের মূল্যও বেড়ে যায়, যার মানে হচ্ছে, মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে কিংবা মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা অটুট রাখতে হলে মুদ্রাটি এমন একটি বস্তু দিয়ে তৈরি হবে হবে, প্রথমত, যার সরবরাহ বাড়ানো যায় না এবং দ্বিতীয়ত, সেই বস্তু যদি ধাতু হয়ে থাকে, তবে ক্ষয় হয়েও ওই ধাতুর পরিমাণ হ্রাস পায় না।

এই বিচারে মুদ্রা হবার জন্যে স্বর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ ধাতু এবং স্বর্ণমুদ্রা উত্তম মুদ্রা। একটাই সমস্যা, ওজন আছে বলে স্বর্ণ সহজে বহন বা স্থানান্তরযোগ্য নয়। স্বর্ণ বা স্বর্ণের অনুরূপ অন্য কোনো ধাতু বা সরবরাহ সীমিত এমন কোনো সত্তার বিপরীতে (অন্য কথায় 'রিজার্ভ বা জমা রেখে') কাগজ বা প্লাস্টিকের মতো সহজে বহনযোগ্য কোনো বস্তু দিয়ে মুদ্রা তৈরি করা গেলে সে ধরনের মুদ্রাও উত্তম মুদ্রা হবে।

স্বর্ণমুদ্রার যুগে রাজা বা সরকার ঘোষণা দিত, কী পরিমাণ স্বর্ণ প্রতিটি মুদ্রায় আছে। মুদ্রায় ঘোষিত পরিমাণমতো স্বর্ণ যদি না থাকত কিংবা কমদামি কোনো ধাতুর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ভেজাল যদি দেওয়া হতো মুদ্রায়, তবে সেই স্বর্ণমুদ্রাও হতো মন্দমুদ্রা। কাগজ বা প্লাস্টিকের মতো সহজলভ্য বস্তু দিয়ে তৈরি মুদ্রার পেছনে যদি স্বর্ণ কিংবা সরবরাহ বাড়ানো যায় না এমন কোনো সত্তার রিজার্ভ না থাকে, কোনো সংস্থার (সাধারণত সরকার) মুখের কথায় বা ইচ্ছামতো যদি কাগজ বা প্লাস্টিকের মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়, তবে সেই মুদ্রাও মন্দমুদ্রা হবে।

হিসাববিজ্ঞানে ঋণকে দুই ভাবে ভাগ করা হয়, 'সুঋণ' ও 'কুঋণ'। যে ঋণ নির্দিষ্ট সময়ে ফেরৎ পাওয়া যায়, সেটা সুঋণ। যে ঋণ কদাপি বা সহজে ফেরৎ পাওয়া যায় না সেটা কুঋণ। কুঋণ যদি না চান, তবে কোনো কিছু বন্ধক রেখে ঋণ দিলে ভালো হয়। পরিশোধের নিশ্চয়তার ব্যবস্থা না রেখে যে ঋণ দেওয়া হয়, সেই ঋণ যেকোনো মুহূর্তে কুঋণে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশে এত যে ঋণখেলাপী, তার প্রধান কারণ, ব্যাংক ও খদ্দেরের যোগসাজসে, সরকারের কোনো মহলের অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে এখানে জেনেশুনে একের পর এক কুঋণ দেওয়া হয়। ঠিক একইভাবে স্বর্ণ জমা না রেখে যে টাকা ছাপানো হয়, সেটা এক ধরনের কুঋণ বৈকি। এই ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা যেকোনো মুহূর্তে বাতিল হয়ে যেতে পারে সরকার বাহাদুরের ইচ্ছায়। ভারত সরকার এটা করেছে মাত্র কদিন আগে, ২০১৪ সালে। বাংলাদেশ সরকারও এটা করেছে ১৯৭৩ সালে। ছিল টাকা, রাতারাতি হয়ে গেল কাগজ! জনগণের সঙ্গে এটা এক ধরনের প্রতারণা বটে, যদিও সরকার দাবি করে, টাকার নকল এবং মুদ্রাস্ফীতি রুখতে নোটবন্দির প্রতারণা অপরিহার্য। কিন্তু নোটবন্দির পর ভারতে মুদ্রাস্ফীতি কিংবা টাকার নকলবাজি কমেছে, এমন দাবি সরকারও করে না।

সমসাময়িক বাজারদরে প্রাপ্ত স্বর্ণ জমা রেখে যদি টাকা ছাপানো হয়, তবে তাকে বলা হবে 'উত্তম মুদ্রা'। স্বর্ণের পরিমাণের চেয়ে মুদ্রিত টাকার পরিমাণ যদি বেশি হয়, তবে তাকে বলা যেতে পারে 'মধ্যম মুদ্রা'। কোনো প্রকার স্বর্ণ জমা না রেখে মুদ্রিত হয় যে মুদ্রা, সেটি 'মন্দ বা অধম মুদ্রা'। বাজারে মুদ্রার চাহিদাকে বিবেচনায় না নিয়ে খেয়ালখুশি মতো ছাপানো মুদ্রাকে বলা যেতে পারে 'জঘন্য মুদ্রা'।

আমরা দেখলাম, কোনো মুদ্রা দুই ভাবে 'মন্দ' হতে পারে। ধাতুমুদ্রার ক্ষেত্রে ধাতুতে ভেজাল দিয়ে এবং কাগজের মুদ্রার ক্ষেত্রে কাম্য প্রয়োজনের তুলনায় বেশি টাকা ছাপিয়ে। স্বর্ণের পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রেখে টাকা ছাপানো যেতে পারে, কিন্তু দেখতে হবে, সেই বৈদেশিক মুদ্রাটি নিজে উত্তম মুদ্রা কিনা। তা যদি হয়, তবে আপনার দেশের মুদ্রাটি হবে (কমবেশি) মধ্যম মুদ্রা। সেই রিজার্ভ মুদ্রাটি নিজেই যদি হয় মন্দ-মুদ্রা, তবে আপনার দেশের মুদ্রাটি হবে জঘন্য মুদ্রা। এই বিচারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর টাকা কিংবা রুপি জঘন্য মুদ্রা বটে।

দুই। মন্দমুদ্রায় সর্বনাশ!

সর্বশেষ রোমান স্বৈরাচারী শাসক জুলিয়াস সিজারের স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল 'অরেয়াস'। এতে ৮ গ্রাম স্বর্ণ থাকত। সেকালের পৃথিবীতে, ইউরোপে, পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অরেয়াস গ্রহণযোগ্য মুদ্রা ছিল। জুলিয়াস সিজার, সম্রাট অগাস্টাস এবং তার পরবর্তী শাসকদের ৭৫ বছরের শাসনকালে ব্যবসাপাতি থেকে শুরু করে বহুবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়েছিল।

ইতিহাসে একাধিক জাতির মতো আরবরাও লুটপাট কম করেনি। তবে একটা অপকর্ম তারা কখনও করেনি--- মুদ্রায় কোনোপ্রকার ভেজাল দেয়নি তারা কিংবা মুদ্রা নিয়ে কোনো প্রকার দুই নম্বরী করেনি। উমাইয়া আমলে চালু হয়েছিল আরবি দিনার, যার নাম ছিল 'শাহাদা' কারণ এর উপর কলেমা শাহাদাত ('আল্লাহ অদ্বিতীয় এবং মুহম্মদ (স.) তার প্রেরিত রসুল') মুদ্রিত ছিল। শাহাদা দিনারে স্বর্ণের পরিমাণ সবসময় স্থির ছিল বলে উমাইয়া আমলের একাধিক শতক পরেও এই মুদ্রা বাজারে চলমান ছিল।

নকল করা বা ভেজাল দেওয়া মুদ্রা অবশ্যই মন্দমুদ্রা। টাকা নকল করা বা টাকায় ভেজাল দেয়া গর্হিত অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে সব সভ্যতাতেই। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে 'রূপদর্শক' নামে একটি পেশার উল্লেখ আছে। রূপদর্শক হিরণ্য অর্থাৎ (স্বর্ণ)মুদ্রার শুদ্ধতা পরীক্ষা করতেন। অশুদ্ধ বা কূটমুদ্রা তিনি 'ছেদন' করিয়ে (গলিয়ে?) ফেলতেন যাতে অন্য কেউ সেই মুদ্রা ব্যবহার করতে না পারে। কূটমুদ্রা ব্যবহারকারীর জরিমানা ছিল সে যুগে ১০০০ পণ। ইউরোপেও চরম শাস্তি দেওয়া হতো এই অপরাধে। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সে মুদ্রা নকলকারীকে সর্বসমক্ষে গরম তেলে সিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। কোনো স্বর্ণমুদ্রায় যতটুকু স্বর্ণ আছে বলে লিখিতভাবে দাবি করা হয়, স্বর্ণের সেই পরিমাণ যদি স্থির থাকে, তবে সেই বিশেষ স্বর্ণমুদ্রাটি নকল করতে জালিয়াতেরা সাধারণত আগ্রহী হতো না, কারণ আর্কিমিডিসের সূত্র প্রয়োগ করেই ধরে ফেলা সম্ভব ছিল, মুদ্রায় কতটুকু স্বর্ণ আছে বা নেই। এত শত ঝুঁকি নিয়ে স্বর্ণমুদ্রায় জালিয়াতি কারা করত? স্বর্ণমুদ্রায় ভেজাল দেবার কাজটা করতেন, যাদের করার কথা নয়, তারাই, অর্থাৎ রাজা বা সম্রাটেরা।

রোম জ্বলার সময় বাঁশি বাজাচ্ছিলেন যে সম্রাট নিরো, তিনি মুদ্রা জালিয়াতির ওস্তাদ ছিলেন। বাজার থেকে সিজারের স্বর্ণ ও রোপীমুদ্রা তুলে নিয়ে উভয় মুদ্রায় প্রচুর ভেজাল দিয়ে নতুন করে তিনি মুদ্রা ঢালাই করলেন। ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রাকে ভেজাল দিয়ে তিনি, ধরা যাক, ৪,০০০ স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত করলেন, কিন্তু মুদ্রার উপর লিখে রাখলেন আগের মূল্যমান। এই দুই নম্বরী করে কম স্বর্ণ দিয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্যের বেতন দেওয়া সম্ভব হয়েছিল সম্রাটের পক্ষে। সরকারের খরচ কমে চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গিয়েছিল, যদিও টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়েছিল চারগুণ। যে জিনিসের দাম ছিল এক দিনার, বিক্রেতা সেই জিনিষের দাম চারগুণ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলো, কারণ সে জানে, যে এক দিনারের মুদ্রা তাকে দেওয়া হচ্ছে, সেটি আসলে সিকি দিনার। এদিকে সৈন্যদের বেতন যেহেতু আগের মতোই ছিল, তারা চারগুণ বেশি দামে রুটি কিনতে গিয়ে হিমসিম খেতে লাগলো। রোম থেকে লোকজন পালিয়ে যেতে শুরু করল গ্রামে, যেখানে জমিতে শষ্য ফলিয়ে কোনোমতে জীবন ধারণ সম্ভব ছিল। শহর ছেড়ে যাওয়া যাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। যেকোনো 'ছাপাবাজ' (এবং চাপাবাজ) সরকারের মতোই রোমান সম্রাটেরা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের রোমান সম্রাটেরা অনেক চেষ্টা করলেন জনগণকে বিশ্বাস করাতে যে মুদ্রাস্ফীতি বলে কিছু নেই। বিনামূল্যে রুটি বিলানো হলো এবং সার্কাস দেখানোর আয়োজন হলো। সেতু, রাস্তা ইত্যাদি বানিয়ে-টানিয়ে জনগণকে তারা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, সাম্রাজ্য চমৎকার চলছে। মেট্রো কিংবা পদ্মাসেতু বানানোর প্রযুক্তি থাকলে রোমান সম্রাটেরা তাও বানাতে ছাড়তেন না নিশ্চয়ই। সমস্যা হচ্ছে, নির্মাণকাজের জন্য যে রৌপ্য দিনার তারা ঢাললেন বাজারে, সেগুলো ডি জ্যুরো বা কাগজে কলমে দিনার হলেও ডি ফ্যাক্টো বা বাস্তবে সেগুলো ছিল সিকিরও অধম। সম্রাট ডিওক্লেটিয়ান (২৮৪-৩০৫) লিখেছেন, স্বল্প ব্যবহারেই দিনারের রূপার প্রলেপ উঠে গিয়ে ভিতরের ব্রোঞ্জ বেরিয়ে পড়ত। এর মানে হচ্ছে, বেহুদা বিনির্মাণ কাজের অজুহাতে যদি সবল মুদ্রা বাজারে ছাড়া যায়, সেক্ষেত্রে অর্থনীতি গতি পেলেও পেতে পারে, কিন্তু এ ধরনের কাজে দুর্বল মুদ্রা বিনিয়োগ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। এর প্রমাণ, রোমান অর্থনীতির দুর্বলতা বেশিদিন লুকিয়ে রাখা যায়নি। শুরু হয়েছিল অরাজকতা এবং এরপর আক্রমণ করে রোম দখল করতে বর্বরদের একেবারেই বেগ পেতে হয়নি।

চতুর্থ শতকের শুরুতে পশ্চিম এবং পূর্ব— এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল রোমান সাম্রাজ্য। যার রাজধানী ছিল রোম, সেই পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল পঞ্চম শতকের শেষে। যার রাজধানী ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল বা আজকের ইস্তাম্বুল এবং যার প্রথম সম্রাট ছিলেন কনস্ট্যান্টিন, সেই পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য তার যাবতীয় সমৃদ্ধি নিয়ে টিকে ছিল আরও হাজার বছর--- চতুর্দশ শতকে এই সাম্রাজ্যের পতন হয় তুর্কিদের হাতে। কেন রোমের পতন হয়েছিল এবং কনস্ট্যান্টিনোপল টিকেছিল আরও এক সহস্র বছর? অস্ট্রীয় ধারার অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, এর মূলে আছে 'উত্তম মুদ্রা' ও 'মন্দ-মুদ্রা' অর্থাৎ ভালো এবং খারাপ টাকার পার্থক্য। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটেরা, আগেই বলেছি, দিনার ও স্বর্ণমুদ্রায় ক্রমাগত ভেজাল দিয়ে সেগুলোর ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে ফেলেছিল। পক্ষান্তরে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের মুদ্রা 'সলিডাস' বা 'বিজ্যান্ট'-এ এমন কোনো দুই নম্বরী করেননি সেখানকার সম্রাটেরা। উত্তম মুদ্রা সভ্যতা বা সাম্রাজ্য স্থায়ী হবার একমাত্র কারণ অবশ্যই নয়, কিন্তু অন্যতম কারণ তো বটেই।

পতনশীল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটেরা যে কাজটি করেছিলেন, সেই একই কাজ করে চলেছে পৃথিবীর সবগুলো সরকার, বেসামাল ফিয়াট মানি ছাপিয়ে। পণ্ডিতেরা বলছেন, কোনো ফিয়াট মানি কোনোকালে দীর্ঘজীবী হয়নি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। অরণ্যে রোদন। ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে মুরগি একই ডিম পাড়ছে। ব্রিটিশ আমলে একটি ডিম কিনতে লাগতো ধরা যাক, এক পয়সা, পাকিস্তান আমলে দশ পয়সা এবং বাংলাদেশ আমলে দশ টাকা। এই তিন আমলে বাজারে কাগজের টাকার পরিমাণের তুলনা করলেই দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার ছুটে চলার কারণটা আপনারা কমবেশি ধরতে পারবেন।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পুনর্জাগরণের পর গুরুত্বপূর্ণতম ঘটনা ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব এবং তার পর ঊনবিংশ শতকের শুরুতে প্রায় এক যুগব্যাপী (১৮০৩-১৮১৫) সম্রাট নেপোলিয়নের ইউরোপ বিজয়ের ব্যর্থ চেষ্টা এবং পরিণামে পরাজয়। নেপোলিয়নের 'যুদ্ধংদেহী' হয়ে ওঠার কারণও মূলত অর্থনৈতিক। ইংল্যান্ডের পণ্যের মানের সঙ্গে ফরাসি পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছিল না। নেপোলিয়ন স্বদেশের পণ্যের মান উন্নয়নের চেষ্টা করেননি। যেকোনো অবিমৃষ্যকারী শাসকের মতো দেশের টেকসই উন্নয়ন তার মাথাব্যথা ছিল না। সবই ছিল ওনার দেখনদারি। তিনি জানতেন শুধু যুদ্ধ এবং লুটপাট করতে এবং সারাজীবন ধরে তাই তিনি করে গেছেন।

ইংল্যান্ডের পণ্যের সঙ্গে সুস্থ প্রতিযোগিতার পথে গেলেন না নেপোলিয়ন। তিনি চেষ্টা করলেন, ইংল্যান্ড যাতে কোনোক্রমেই নিজের পণ্য ফ্রান্সে এবং বিদেশে রপ্তানি করতে না পারে। বাংলা প্রবাদ আছে: 'নেপোয় মারে দৈ!' নেপোলিয়নের যুদ্ধগুলোর লক্ষ্য ছিল হয় অন্যের সম্পদ লুট করা কিংবা ফ্রান্সে ইংল্যান্ডের পণ্য-রপ্তানি থামিয়ে দেয়া। অষ্টাদশ শতকে ফরাসিদের রাজনীতির ধরনটাই অবশ্য এমন ছিল। নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখলের আগেও তাকে মিশর দখলে পাঠানো হয়েছিল, যাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংল্যান্ডের নৌ-যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া যায়।

ইংল্যান্ডের পণ্যের মান এত ভালো হবার কারণ কী? এত দেশ থাকতে ইংল্যান্ডেই বা কেন শিল্পবিপ্লব হয়েছিল? এর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে, তবে এটাও তো ঠিক যে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যান্ডই প্রথম স্বর্ণমুদ্রামান বা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করেছিল, ১৭১৭ সালে, ফরাসি বিপ্লবেরও ৮০ বছর আগে। ফ্রান্সে স্বর্ণমুদ্রামান ছিল না, মুদ্রাব্যবস্থা দুর্বল ছিল। ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় ইংল্যান্ডের কারখানার মাল উন্নততর হবার একটা কারণ ছিল ইংল্যান্ডের উন্নততর অর্থনীতি। ইংল্যান্ডের উন্নততর অর্থনীতির ভিত্তি ছিল সে দেশের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বা স্বর্ণমান--- এমন দাবি অমূলক নাও হতে পারে। ইংল্যান্ডের তুলনায় ফ্রান্স অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়া কিংবা ফ্রান্সের পণ্য ইংল্যান্ডের তুলনায় নিকৃষ্ট হবার এটাও একটা কারণ হতে পারে। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম কারণ ফ্রান্সের জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং এই দুর্দশার পিছনে আছে ফ্রান্সের দুর্বল অর্থব্যবস্থা— এমন দাবি অমূলক মনে হয় না। ১৭৯৭ থেকে ১৮২১, নেপোলিয়নের যুদ্ধের এই চব্বিশ বছর, ইংল্যান্ড নিজের স্বর্ণমুদ্রামান স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল। এর কারণ, যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সরকারের প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়। স্বর্ণের সরবরাহ সীমিত হবার কারণে স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ ইচ্ছা করলেই বাড়ানো যায় না। কিন্তু কাগজের মুদ্রা বা রূপা-দস্তার মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণমুদ্রা রিজার্ভ রাখার বাধ্যবাধকতা যদি মানতে না হয়, তবে ইচ্ছেমতো টাকা ছাপানো যায় এবং তাই সম্ভবত করা হয়েছিল উপরোক্ত চব্বিশ বছরে।

নেপোলিয়নের যুদ্ধ শেষ হবার পর ইউরোপের জাতিরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যগুলো একের পর এক স্বর্ণমুদ্রামান গ্রহণ করতে থাকে। ইতোমধ্যে ঊনবিংশ শতকের শুরুতে টেলিগ্রাফ (১৮৩৭) এবং এরও আগে রেল যোগাযোগ (১৮০৪) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে স্বর্ণমুদ্রামানের ব্যবহার সহজতর হয়ে উঠেছিল। ধরা যাক, লন্ডন থেকে কেউ নিউ ইয়র্ক যাবে— তখন থেকে আর জাহাজে করে স্বর্ণমুদ্রা বহন করে নিয়ে যাবার কোনো প্রয়োজন পড়ত না। লন্ডনের ব্যাংকে স্বর্ণমুদ্রা জমা দিয়ে যে রশিদটি আপনি পাবেন, নিউ ইয়র্কের ব্যাংকে গিয়ে সেই রশিদটি জমা দিলে সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা আপনি পেয়ে যাবেন। আপনি যাবার আগেই খবর পৌঁছে যাবে টেলিগ্রাফে। রেলের মাধ্যমে মুদ্রা পাঠানো এবং ডাকে খবর পাঠানো সহজতর হয়ে উঠেছিল।

যেসব দেশে রৌপ্যমুদ্রামান চালু ছিল, যেমন জার্মানি, ভারত বা চীন, সেখানে অর্থনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়ে গেল। ১৮৭০-৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে প্রুশিয়ার (এখনকার জার্মানি) সম্রাট বিসমার্ক সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে বন্দি করে প্যারিস দখল করলেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফ্রান্স থেকে ২০০ মিলিয়ন বা ২০ কোটি পাউন্ড স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যাওয়া হলো বার্লিনে, প্রুশিয়া স্বর্ণমুদ্রামানে যোগ দেবার প্রয়োজনে। স্বর্ণমুদ্রামানে যোগ দেবার অব্যবহিত পরে জার্মানির আর্থসামাজিক কাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। ১৮২০ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সূচনাকাল পর্যন্ত প্রায় চার দশক ইউরোপে স্বর্ণমুদ্রামান বহাল ছিল।

ইংল্যান্ডে স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকলেও ইংরেজ উপনিবেশগুলোতে ব্যবহৃত হতো রৌপ্যমুদ্রা। ইংল্যান্ড প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা খোদাই করে চালু করে ভারতবর্ষে। এই রানিমার্কা টাকা এখনও হয়তো দুর্লভ নয়। ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষেও স্বর্ণমুদ্রামান চালু হয়। কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। ১৮৭১ থেকে ১৮৯৮— এই ২৭ বছরে ভারতে রানিমার্কা রুপি ৫৬ ভাগ ক্রয়ক্ষমতা হারিয়েছিল। ঠিক যেভাবে বিনিময়ের মাধ্যম রাইপাথর, পুঁতি এবং ঝিনুক দিয়ে যথাক্রমে প্রশান্ত মহাসাগরের য়াপ দ্বীপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার আদিবাসীদের শোষণ করেছিল ইউরোপের সাদা মানুষেরা, ঠিক একই ভাবে স্বর্ণমুদ্রামান ব্যবহার না করার কারণে ভারতের সম্পদ গিয়ে জমা হচ্ছিল ইংল্যান্ডে। চীন ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত রৌপ্য মুদ্রামান ব্যবহার করেছে এবং এর ফলে চীনের সম্পদও গিয়ে জমা হয়েছে উপনিবেশক জাতিগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে। গত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতের তুলনায় চীন আর্থসামাজিকভাবে দুর্বল থাকার পিছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে। নিজেদের ক্ষতি সম্পর্কে ভারতবাসীরা একেবারে যে ওয়াকেবহাল ছিল তা কিন্তু নয়। শোষণ হচ্ছিল, বুঝতে পারছিল মানুষ, কিন্তু শোষণের কারণ হয়তো জানা ছিল না। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘঠিত হবার পিছনে মন্দমুদ্রাজনিত অর্থনৈতিক শোষণও একটা কারণ ছিল না কি? প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ শুরু করার জন্যে একটা অজুহাতের প্রয়োজন ছিল এবং এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে শুয়োর এবং গরুর চর্বির গুজব ছিল সেই অজুহাত। আমি বলছি না, মুদ্রাস্ফীতি বা রুপির ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস সিপাহী বিদ্রোহের একমাত্র কারণ, কিন্তু বিনা মেঘে কখনও বজ্রপাত হয় না। বজ্রপাত হতে হলে আকাশে যেমন দৃশ্য বা অদৃশ্য মেঘ জমতেই হয়, প্রতিটি যুদ্ধ বা বিদ্রোহের পিছনে অর্থনৈতিক অস্থিরতা অবশ্যই অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট ক্লাইভ বলেছিলেন, মুর্শিদাবাদে যত ধনী আছে, তত ধনী এবং সেই পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি লন্ডন শহরে নেই। সেই সময়ের একাধিক ইংরেজ লেখক মুর্শিদাবাদের তুলনায় লন্ডনের দুরবস্থার কথা লিখেছেন। কীভাবে শ তিনেক বছরে মুর্শিদাবাদ লন্ডনের এতটা পিছনে পড়ে গেল যে আজ ২০২২ সালে মুর্শিদাবাদের কোনো অধিবাসী লন্ডনে যেতে পারলে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে বলে মনে করে? অস্ট্রীয় ধারার অর্থনীতির আধুনিক ধারক ও বাহক লেবাননের অর্থনীতিবিদ সাইফুদ্দিন আম্মুস দাবি করেন, বিংশ শতকে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর তুলনায় ভারত ও চীনের পিছিয়ে থাকার পিছনে আছে ঊনবিংশ শতকে এই দুটি দেশ স্বর্ণমুদ্রামান গ্রহণ না করা কিংবা দেশদুটিকে স্বর্ণমুদ্রামান গ্রহণ করতে না দেওয়া।

প্রতি মুহূর্তে দাম কমছে, এমন সব মুদ্রা যেমন ডলার, ইউরো, টাকার ওপর ভরসা করে দেশে দেশে লোকজন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, কারণ শৈশব থেকে তাদের শেখানো হয়েছে: 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর!' এটা অনেকটা স্বর্গে যাবার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে গায়ে টাইমবোম্ব বেঁধে কোনো আত্মঘাতী জঙ্গির মেলার নাগরদোলায় চুপচাপ বসে থাকার মতো।

ব্রিটিশ আমলে আমার মাতামহ সাধারণ পোস্টমাস্টারের বেতন দিয়ে চট্টগ্রামের কুমিরা গ্রামে নিজের বাড়ি করতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও আমার নিজের বাড়ি নেই। এ একান্তই আমার দোষে, ত্রুটিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা এর জন্যে কোনো ক্রমেই দায়ী নয়— এ কথা আমি মানতে পারব না। স্বর্ণমুদ্রামানের আমলে আমেরিকায় যে বাড়ির দাম ছিল মাত্র চার হাজার ডলার, আজ ২০২২ সালে ওই বাড়ির দাম চার মিলিয়ন ডলার। এই ঘটনা কি স্বাভাবিক মনে হয়? অস্ট্রীয় ধারার অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, বাড়ির দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ার পেছনে আছে ফিয়াট মানির ভানুমতির খেল।,তিন। মন্দ মুদ্রা বনাম মন্দ সমাজ মন্দ মুদ্রা আগে পরে কোনো অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক প্রমাণিত হয় না। ধরা যাক, পাশাপাশি দুটি দেশ যার একটিতে আছে মন্দ মুদ্রা এবং অন্যটিতে উত্তম মুদ্রা। প্রথম দেশটিতে সরকার অতিরিক্ত টাকা ছাপিয়ে কিংবা ঘোষণা দিয়ে কৃত্রিমভাবে নিজের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে রেখেছে। এর ফলে সেই দেশে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কম হবে এবং একই মানের পণ্যের দাম পাশের দেশের তুলনায় বেশি 'মনে হবে'। এর ফলে সেই দেশের পণ্য হয়তো পাশের দেশে পাচার হবে না, যদিও পাশের দেশের পণ্য মন্দমুদ্রার দেশে পাচার হয়ে আসতে পারে।

ধরা যাক, উত্তম মুদ্রার একটি দেশ পণ্য কিনতে চায়। যখন সেই দেশের ব্যবসায়ীরা দেখবে, পাশাপাশি দুই সম্ভাব্য বিক্রেতা দেশের একটিতে তাদের নিজের দেশের টাকা ভাঙিয়ে বেশি টাকা পাওয়া যায়, তখন তাদের মনে হতে পারে, সেই দেশে তুলনামূলকভাবে কম দামে পণ্য পাওয়া যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে কোটা আন্দোলনে সংঘর্ষ : ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে নিহত ৬

বিভিন্নস্থানে দফায় দফায় সংঘর্ষ পুলিশের গুলি আহত তিন শতাধিক

ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও রাজশাহীতে বিজিবি মোতায়েন

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে চলমান আন্দোলনে মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়েছে। বাংলাদেশের কোথাও কোথাও এখনো সংঘর্ষ চলছে। এসব সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামে তিনজন, ঢাকায় ১ জন ও রংপুরে ১ জন করে নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুজন শিক্ষার্থী, একজন পথচারী এবং বাকি একজনের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। রাজধানী ঢাকা কলেজের বিপরীত পাশে কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষে অজ্ঞাতনামা এক যুবক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেল ৩টা থেকে চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুর, ২ নম্বর গেট এবং ষোলশহরসহ আশেপাশের এলাকায় কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। দফায় দফায় চলা সংঘর্ষে দুজন নিহত হন। নিহতরা হলেন, ওয়াসিম ও ফারুক। এর মধ্যে ওয়াসিম চট্টগ্রাম কলেজ শিক্ষার্থী। এ ছাড়া অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি। তাঁর বয়স ২৪। তাঁর পিঠে গুলির চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। অন্যদিকে ফারুকের বুকে গুলি লাগে। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে রংপুরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ও ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাইদ নিহত হন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেরোবির ইংরেজি বিভাগের প্রধান আসিফ আল মতিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দ্বিতীয় দিনের মতো কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় শহীদুল্লাহ হল থেকে চানখারপুল রোড রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে পুরো এলাকা। মঙ্গলবার বিকেল সোয়া ৪টার দিকে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে লাগাতার ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া-পালটা চলতে থাকে। এ ছাড়া ও ঢাকার সাইন্সল্যাব ঢাকা কলেজ, মহাখালীসহ বিভিন্নস্থানে সংঘর্ষ হয়েছে।

এদিকে, চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও রাজশাহীতে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও রাজশাহীতে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে

ধেমাজি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশের কাজ চলছে

মালিগাঁও, ১৫ জুলাই, ২০২৪: উত্তর পূর্বাঞ্চল ও অসমে রেলওয়ে সা-সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬০টি স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে বিশ্বমানের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্যে, অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে অসমের ধেমাজি রেলওয়ে স্টেশনটি ০৬.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ধেমাজি রেলওয়ে স্টেশন হল আসামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন যা ধেমাজি টাউনের অধীনে থাকা জনসাধারণকে পরিষেবা প্রদান করে। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের বিভিন্ন এবং প্রস্তাবিত চলমান কাজের উলেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়াও, রিটেইল কিওস্ক এবং যাত্রীদের সুবিধার অন্যান্য উপাদান সহ ১২ মিটার প্রশস্ত এফওবি-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

নতুন এফওবিগুলি লিফের সাথে প্রদান করা হবে যাতে প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেশনের অংশগুলিতে সহজেই যাতায়াত করা যায়। সাইটের অবস্থা অনুযায়ী এফওবি-এর স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং দিব্যাঙ্গজনের জন্যও পৃথক মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।

দিব্যাঙ্গজনদের পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য নতুন শৌচালয় নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রদান করা হবে। প্ল্যাটফর্ম লেআউট, সাইনেজ প্ল্যান, ড্রেনেজ প্ল্যান, কেবল রুট প্ল্যান ইত্যাদি কার্যকর করার কাজ করা হচ্ছে। স্টেশনটিতে বৃষ্টির জল সংগ্রহ, বর্জ পরিশোধন প্ল্যান্ট, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, ইআই বিল্ডিং এবং সোলার প্ল্যান্টের সুবিধা থাকবে। স্টেশন চত্বরটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও প্রত্যেকটি শ্রেণির যাত্রীর জন্য সহজভাবে প্রবেশযোগ্য করে তুলতে চিহ্নযুক্ত সঠিক আলোর ব্যবস্থা করা হবে। চারপাশের সৌন্দর্যায়নের সাথে উন্নতমানের পার্কিং সুবিধারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। আগমন ও প্রস্থানের পথ পৃথকভাবে করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা সহজেই উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন।

এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং যাত্রীদের ভ্রমণ আরও সহজ করে তুলবে। এই উন্নত স্টেশনটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যার ফলে যোগাযোগ ও আর্থিক উভয় ক্ষেত্রেই বিকাশ ঘটবে।

রেজিনগরে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু প্রৌঢ়ের, পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে অশান্তি

মুর্শিদাবাদ, ১৬ জুলাই (হি.স.) : মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক সাইকেল আরোহী। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রেজিনগর থানার অন্তর্গত দাদপুর আমনবাগান এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুরু হয় বিক্ষোভ।ঘাতক ট্রাকটি আটক করেছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম আশেম শেখ (৬০)। রাস্তা পার করার সময় উলটো দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা ট্রাকটি ধাক্কা মারে তাঁকে। রক্তাক্ত অবস্থায় আশেমকে উদ্ধার করে বেলডাঙা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর পরেই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। ওই এলাকায় কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে গাফিলতি অভিযোগ তোলেন তাঁরা। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে।

রকেটের গতিতে ছুটছে শেয়ার বাজার, প্রায় ২৫ হাজারের চূড়ায় নিফটি

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি. স.) : রকেটের গতিতে ছুটছে শেয়ার বাজার। মঙ্গলবার বাজার খুলতে না খুলতেই নতুন রেকর্ড করে ফেলে নিফটি। প্রথমবারের মতো ২৪ হাজার ৬৫০ পয়েন্টের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। যদিও কিছু সময় পর খানিক নিম্নগতি দেখা গেলেও দুপুর ২টোর সময়েও ২৪,৬১৭ থেকে ২৪, ৬২০ পয়েন্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। বড় লাভের মুখ দেখেছে টিসিএস থেকে ইনফোসিস।অন্যদিকে এদিন বিএসই-র সেনসেক্স ৬৬.৬৩ পয়েন্টের সামান্য বৃদ্ধির সঙ্গে ৮০ হাজার ৭৩১ পয়েন্টে খুলেছে। লাগাতার বৃদ্ধির জেরে বর্তমানে বিএসই-র বাজার মূলধন ৪৫৬.৬৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। তথ্য বলছে, বর্তমানে বিএসই-তে ৩১৮৬টি শেয়ারের লেনদেন হচ্ছে। যার মধ্যে ২১৬৭ টি শেয়ার বাড়ছে। ৯১১টি শেয়ারের দরপতন হয়েছে।

আরও এক বীরকে হারালো বাংলা, ডোডায় জঙ্গি হামলায় শহীদ দার্জিলিং-এর ব্রিজেশ

শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় শহীদ হয়েছেন বাংলার সেনা আধিকারিক ব্রিজেশ থাপা। ব্রিজেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরও এক বীর সেনানিকে হারালো বঙ্গভূমি। ব্রিজেশ দার্জিলিং-এর বাসিন্দা। দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের বড়াগিঙ্গের বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। মাত্র ২৭ বছর বয়সে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে শহীদ হলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া গোটা শৈলশহরে, বাকরুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশ। ব্রিজেশের বলিদান ব্যথিত তাঁর গোটা পরিবার। ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপার বাবা, মা ও কাকা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। ব্রিজেশের বাবা যিনি নিজেও সেনার উচ্চপদস্থ পদে কর্মরত ছিলেন, তিনি বলেছেন, 'ছেলে দেশের জন্য নিজের জীবন দিয়েছে, এ জন্য গর্ব হচ্ছে।' ব্রিজেশের মা নীলিমা থাপা এবং তাঁর কাকা যোগেশও বাকরুদ্ধ। ব্রিজেশের বাবা কর্নেল ভুবনেশ থাপা (অবসরপ্রাপ্ত) বলেছেন, 'আমার ছেলে সবসময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে থাকতে চেয়েছিল...প্রথম প্রয়াসেই সে সেনাবাহিনীর সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। আমি গর্বিত, সে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। আমরা সারাজীবন তাঁকে মিস করব।'ব্রিজেশের মা নীলিমা থাপা বলেছেন, 'সে খুব নম্র ও ভদ্র ছিল। সে সর্বদা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিল। আমি খুবই গর্বিত বোধ করছি, সে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে।' অশ্রুসিক্ত চোখে কাকা যোগেশ থাপা বলেছেন, 'সোমবার রাতে ডোডায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাঁর দেহ আসার জন্য অপেক্ষা করছি, তারপরে আমরা দার্জিলিং-এ যাব। তাঁর বাবা-মা দার্জিলিংয়ে থাকেন, সে ৫ বছর আগে চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। সে আর্মি এলাকায় জন্মেছে এবং বড় হয়েছে। তাঁর বাবা সেনাবাহিনীতে একজন কর্নেল, আমরা আশা করছি আগামীকালের মধ্যে দেহ হস্তান্তর করা হবে। এটা বলা সহজ যে তিনি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু পরিবার হিসেবে আমরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি তা কখনই পূরণ করা যাবে না। আমরা জানি না কবে সরকার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, আমাদের সৈন্যরা প্রতিদিন নিহত হচ্ছে।'পরিবার সূত্রে খবর, ১৭ জুলাই অর্থাৎ বুধবার ব্রিজেশের দেহ বিশেষ বিমানে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হবে। এরপর তাঁকে বাগডোগরা সেনা ছাউনিতে রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা জানানো হবে। সেখান থেকে তাঁর দেহ সড়কপথে লেবংয়ে তাঁর জন্মভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে। ব্রিজেশের বাবা কর্নেল ভুবনেশ থাপা বলেন, ''ছোট থেকেই ব্রিজেশের সেনার প্রতি খুব টান ছিল। নিজেকে সেইভাবেই তৈরি করেছিল। কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আক্ষেপ নেই। আমার সন্তান দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হয়েছে।''

জানা গিয়েছে, কর্নেল ভুবনেশ থাপা ২০১৪ সালে সেনা থেকে অবসর নেন। বর্তমানে তিনি দার্জিলিংয়ের লেবংয়েই এক্স সার্ভিসম্যান হেলথ সার্ভিস স্কিমে কর্মরত রয়েছেন। ব্রিজেশের বাড়িতে সদস্য বলতে বাবা ছাড়াও রয়েছেন মা নিলীমা থাপা ও দিদি নিকিতা থাপা। নিকিতা থাপা বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় সঙ্গীত নিয়ে পড়াশুনো করছেন। ভাইয়ের শহিদ হওয়ার খবর পেতেই তিনিও বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। ব্রিজেশ থাপার জন্ম লেবংয়ে । তিনি প্রাথমিক পড়াশুনো করেন দার্জিলিংয়ে । তবে বাবার সেনায় অন্যত্র পোস্টিংয়ের কারণে ব্রিজেশ বাকি পড়াশুনো রাজ্যের বাইরে থেকেই সারেন। শেষে মুম্বই থেকে নিজের উচ্চশিক্ষা শেষ করেন তিনি। সেখানকার কলেজ থেকে বিটেক শেষ করে কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস পরীক্ষায় বসেন। ২০১৮ সালে তিনি ওই ডিফেন্স সার্ভিসের শর্ট সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় পাশ করেন ও ২০১৯ সালে সেনাতে যোগ দেন।

ব্রিজেশ দু''বছর ১০ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের মোতায়েন ছিলেন। এরপর তাঁকে এক্সট্রা রেজিমেন্টাল ডিউটির জন্য ভারতীয় সেনার বিশেষ বিভাগ ১৪৫ আর্মি এয়ার ডিফেন্সের অধীন জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা সেনা ছাউনিতে বদলি করা হয়। সেখানে ব্রিজেশ থাপা ''এ'' কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন।

মুকেশ সাহানির পিতা খুনে ধৃত দুই, দু''টি নম্বর প্রকাশ করে জনসাধারণের সাহায্য চাইল পুলিশ

পাটনা, ১৬ জুলাই (হি.স.) : বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি)-র প্রধান মুকেশ সাহানির পিতা জিতেন সাহানিকে খুনের ঘটনায় দু''জনকে আটক করল পুলিশ। পাশাপাশি দু''টি ফোন নম্বর প্রকাশ করে সাধারণ জনসাধারণের সাহায্যও চেয়েছে পুলিশ। সোমবার রাতে বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি)-র প্রধান মুকেশ সাহানির পিতা জিতেন সাহানির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দারভাঙার সুপল বাজার এলাকার একটি বাড়ি থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, মুকেশদের পৈতৃক বাড়ি সেটি। সেখানেই থাকতেন সন্তরোর্ধ জিতেন। মুকেশ সাহানির বাবাকে হত্যার বিষয়ে এডিজি জিতেন্দ্র সিং গঙ্গওয়ার বলেছেন, 'জিতেন সাহানি যিনি একা থাকতেন, সম্ভবত রাতে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা খুন করেছে। পুলিশ ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। ফরেনসিক দল প্রমাণ সংগ্রহ করছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি কাগজপত্র এবং টাকা পাওয়া গিয়েছে, দারভাঙ্গা গ্রামীণ পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে এসআইটি এখনও পর্য্যন্ত দু''জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে আটক করেছে। যদি কারও কাছে তথ্য থাকে, তাহলে ৯৪৩১৮২২৯৯২ এবং ৬২৮৭৭৪২৯৮৮ নম্বরে ফোন করে পুলিশকে জানাতে পারেন। আমাদের টোল ফ্রি নম্বর হল - ১৪৪৩২।'

ক্যানসার আক্রান্ত বাম আমলের মন্ত্রীকে এসএসকেএমে ভর্তির উদ্যোগ মমতার

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি. স.): ক্যানসার আক্রান্ত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গেছে, বিশ্বনাথ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছেন কর্কট রোগে। বর্তমানে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন। কিন্তু হাসপাতালের ব্যয় বহন ক্রমেই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বনাথ চৌধুরীর পরিবারের কাছে। এই খবর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছতেই তড়িঘড়ি তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তির উদ্যোগ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার রাতে প্রাক্তন মন্ত্রীর অসুস্থতার খবর পৌঁছয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার এসএসকেএমের সুপারকে তিনি নির্দেশ দেন, বিশ্বনাথকে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে এসএসকেএমে ভর্তি করানো হোক। এসএসকেএমের সুপার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত যোগাযোগ করেন বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করেন বিশ্বনাথের দলীয় সহকর্মীদের সঙ্গে। সবটা শোনার পর দলের পক্ষ থেকে এদিন সন্ধ্যার মধ্যেই বিশ্বনাথকে এসএসকেএমে ভর্তি করানো হবে বলে সূত্রের খবর।

মঙ্গলবার শহরে তালাল, স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে লাল-হলুদ সমর্থকদের ভিড়

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স.): মঙ্গলবার ভোররাতে শহরে চলে এলেন তালাল। তাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ছিল লাল-হলুদ সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়।গত বছর আইএসএলে এই ফরাসি তারকা ছিলেন পাঞ্জাব এফসি—তে। গতবার সবচেয়ে বেশি গোলের জন্য অ্যাসিস্ট করেছেন এই ফরাসি তারকা। তালালের সঙ্গে দু''বছরের চুক্তি ইস্টবেঙ্গলের। তালালকে পেয়ে লাল-হলুদের আক্রমণ ভাগ শক্তিশালী হল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থাতেও গাফিলতি, দাবি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার রিপোর্টে

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি. স.): শুধু চালকের দোষে নয়, ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থার গাফিলতিও ছিল দুর্ঘটনার পিছনে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার তদন্তে রিপোর্ট দিয়েছে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। মঙ্গলবার জানা গেছে, রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধু চালকের দোষে নয়, দুর্ঘটনা ঘটেছিল ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থার গাফিলতির জন্যও। সূত্রের খবর, সঠিক মেমু না দেওয়া, সিগন্যালিং ব্যবস্থায় ত্রুটি, এমনকি চালক ও সহকারী চালকদের সঠিক প্রশিক্ষণ না থাকার জন্যই বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায় বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, ওই তদন্ত রিপোর্টে রেল বোর্ডের কড়া সমালোচনা করা হয়েছে বলেও সূত্রের দাবি। উল্লেখ্য, গত ১৭ জুন রাঙাপানি স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ট্রেনটিকে ধাক্কা মারে একটি মালগাড়ি। যার জেরে মৃত্যু হয় ১১ জনের। সেই দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেল বোর্ডের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়, এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী মালগাড়ির চালক ও সহকারী চালক। যাদের ২ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। পরে জানা যায়, মালগাড়ির সহকারী চালক জীবিত।

ইউরোপের দুর্গম মাউন্ট এলব্রুস জয় করলেন উত্তরপাড়ার তরুণ

হুগলি, ১৬ জুলাই (হি.স.): ইউরোপের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুস জয় করলেন উত্তরপাড়ার পর্বতারোহী শুভম চট্টোপাধ্যায়। শুভম এর আগে মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো জয় করেছিলেন।

শুভম ৯ দিনে কঠিন চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে ৫,৬৪২ মিটার উচ্চতার পর্বত শৃঙ্গে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৯ দিনের এই অভিযানের পথ ছিল খুবই দুর্গম। তুষার ঝড়, পাহাড়ি বরফের গর্ত, এইসব অতিক্রম করে ৯ জুলাই শুভম পাহাড়ের শিখরে দেশের জাতীয় পতাকা ওড়ান।শুভমই প্রথম বাঙালি, যিনি ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সবচেয়ে দুর্গম পথ দিয়ে জয় করলেন।

বন্ধ হয়ে গেল আলিপুরদুয়ারের তোর্সা চা বাগান

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই (হি. স.) : নোটিস ছাড়াই বন্ধ হয়ে গেল আলিপুরদুয়ারের তোর্সা চা বাগান। কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ায় এখন সঙ্কটে ৬৫০ জন শ্রমিক। জানা গিয়েছে, কোনওরকম নোটিস না দিয়েই বাগান ছেড়েছে কর্তৃপক্ষ। ফলে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে কালচিনি ব্লকের তোর্সা চা বাগানে। শ্রমিকদের অভিযোগ, চার মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে তাঁদের। এরপর এ নিয়ে সোমবার শ্রম দফতরের ডাকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হলেও মালিকপক্ষ সেই বৈঠকে যোগ দেয়নি। মঙ্গলবার কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না করেই বাগান ছেড়ে চলে যান ম্যানেজার। ইতিমধ্যেই বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে কাজ বন্ধ করে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন শ্রমিকেরা।পাশাপাশি শ্রমিকদের আরও অভিযোগ তোর্সা বাগান মালিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় একাধিক শ্রমিক মহল্লায় বন্ধ বিদ্যুৎ পরিষেবা। ফলে পানীয় জলের সমস্যাতেও ভুগছেন বাগানের কয়েকশো শ্রমিক। এরমাঝে কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ায় এখন দুশ্চিন্তায় বাগানের ৬৫০ শ্রমিক পরিবার।

SNIQ No.967-72./F.5(23)/ BDO/GNR/PANCH/ TENDER/2024-25 Dt.11-07-2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' the B.D.O.Ganganagar R.D.Block Government of Tripura invites sealed rate quotation of 3 items from the eligible bidders up to 3 pm of 20th July 2024 for procurement of (1) Desktop computer-1no. (2) Laserjet printer(duplex) -1No. (3) UPS-1No. for TRESP BPMU Ganganagar R.D.Block. For details, visit website https://dhalai.nic.in or contact 8413882591. Any subsequent corrigendum will be available: in the aforesaid website only.

ICA/C-928/24

Block Development Officer
Gandachara R.D. Block
Gnadachara, R.D. Block

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender

PNIe-T-No: 03/EE/DIV-I/AMC/2024-25 **Dated:- 15/07/2024**

The Executive Engineer, DWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl. No.	DNIET. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	D.N.I.E.T No. 08/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.4,39,406/-	Rs.8788/-	45(Forty five) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **22-07-2024. 14.00 Hrs / 15.00 Hrs.**
2. Time and date of opening of bid : **22-07-2024 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(ER. SUJAY CHAUDHURY)
Executive Engineer,
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation
No.1452-70/F.140/SD-I/2020 Dated, the 15th July 2024

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

টক দই খাওয়া কি স্বাস্থ্যকর

সারা বছর টক দই খেতে ভালবাসেন অনেকেই। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে টক দইয়ের বিকল্প নেই। শরীরে শক্তি জোগান দিতে যেমন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট দরকার, তেমনই খেয়াল রাখতে হবে খাবারের মধ্যে যেন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমপরিমাণে থাকে। শীতকালে ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। মনে রাখতে হবে পেট ভাল রাখতে পারলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যায়। পেট ভাল রাখতে সাহায্য করে প্রোবায়োটিক। আর প্রোবায়োটিকের ভাল উত হল দই। তবে অনেকে শীত পড়তেই দই খাওয়া বন্ধ করে দেন। শীতকালে দই খেলে নাকি ঠান্ডা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই ধারণা কি আদৌ ঠিক?

শীতকালে জ্বর, সর্দি-কাশির প্রকোপ বাড়ে। এই সময়ে সংক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে কিন্তু শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার দিকে নজর দিতে হবে। রোগের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ডায়েটে চাই কিছু খাবার। সেই তালিকায় প্রথমের দিকেই থাকে টক দই। এই দইয়ে প্রোবায়োটিক উপাদান ছাড়া প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়ামও থাকে। শীতকালে হাড় ভাল রাখতে দই খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য ক্যালশিয়াম সবচেয়ে উপকারী উপাদান। এ ছাড়া, শীতকালে বিয়েবাড়ি, পার্টি, পিকনিক লেগেই থাকে। এই সময়ে গ্যাস-অম্বল, পেট ফাঁপা, গ্যাসের মতো সমস্যা দূর করতেও টক দই ডায়েটে রাখা বেশ উপকারী। দইয়ে রয়েছে ভিটামিন বি ১২ এবং ফসফরাস। শরীরের অন্দরে ঘটে চলা আরও অনেক সমস্যার নিমেষে সমাধান করে টক দই। শীতে ত্বক শুষ্ক দেখায়। ত্বকে জেল্লা ফিরিয়ে আনতেও দই খাওয়া ভীষণ জরুরি। শীতকালে টক দই খেলে সর্দি-কাশি প্রকোপ বাড়ে, এমনটা মনে করেন না চিকিৎসকরা। শীতকালে দই খাওয়ার সঙ্গে ঠান্ডা লাগার কোনও সম্পর্ক নেই। বরং দই খেলে শরীর সুস্থ থাকবে। পুষ্টিবিদদের মতে, শীতকালেও মেপে টক দই খাওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি বিকেল ৫টার মধ্যে দই খাওয়া যায়। ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রে সন্ধ্যার পর দই এড়িয়ে যাওয়া ভাল। ঠান্ডা লাগবেই তার কোনও মানে নেই। তবে আগে থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে সচেতন থাকাই ভাল। শীতকালে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা দই বার করে খেলে সমস্যা হতে পারে। সর্দি-কাশির সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। তাই শীতকালে দই খেতে হলে খাওয়ার অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে বার করে নিন। দইয়ের ঠান্ডা ভাব কেটে গেলে তার পর খান।

শীতে ফাঁটা ঠোটের সমস্যা চিনির গুণেই হবে মুশকিল আসান

স্থূলত্য, ডায়াবিটিসের সমস্যা থাকলে চিনি এড়িয়ে চলা ভাল। ডায়েটে চিনি যত কম রাখা যায়, ততই ভাল। তবে ত্বক পরিচর্যার জন্য আবার এই চিনিই হয়ে উঠতে পারে আপনার পরম বন্ধু। শুধু লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে কনুইয়ের কালো দাগ তোলা ছাড়াও আরও অনেক কাজে আসে চিনি। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখার সঙ্গে ঠোঁটকে নরম রাখতে এবং স্ট্রেচ মার্ক সরাতেও চিনি দারুণ উপকারী। জেনে নিন, ত্বক পরিচর্যায় কী ভাবে ব্যবহার করবেন চিনি।

মৃত কোষ দূর করতে: ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে চিনি ব্যবহার করতে পারেন। কয়েক ফোঁটা নারকেল তেলের সঙ্গে এক চামচ চিনি মিশিয়ে মুখে অর্থাত আলত হাতে ঘষুন। যত ক্ষণ না চিনি গলে যায়, তত ক্ষণই স্ক্রাবিং করুন। এর পর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুখ মুছে ফেলুন। মৃত কোষ উঠে ঝলমলে হবে ত্বক। ঠোঁট ফাটার সমস্যা দূর করতে: চিনির কেরামতিতে আটকাতে পারেন ঠোঁট ফাটার সমস্যাও। বিটের রস ও চিনি মিশিয়ে লাগিয়ে নিন ঠোঁটে। নরম ও লালচে হওয়ার পাশাপাশি ফাটবেও না ঠোঁট। বিটের বদলে টোম্যাটো ব্যবহার করলেও লাভ হবে। স্ট্রেচ মার্ক দূর করতে: হঠাৎ ওজন কমলে বা বাড়লে ত্বকে স্ট্রেচ মার্ক পড়ে। সন্তানের জন্মের পরেও এমন দাগ দেখা যায়। এই দাগ সহজে যায় না। কফি, চিনি, আমন্ড তেল ও মধু মিশিয়ে নিয়মিত মালিশ করুন। ধীরে ধীরে হালকা হবে স্ট্রেচ মার্ক। এক দিনে ফল পাবেন না, ধৈর্য ধরে নিয়ম করে ব্যবহার করলে তবেই লাভ হবে।

তেল ছাড়াই বানিয়ে ফেলুন পকোড়া

খাদ্যরসিক বাঙালি ঠান্ডা পড়তেই যেন আরও বেশি করে খাদ্যপ্রেমী হয়ে ওঠেন। চাইনিজ হোক বা বিরিয়ানি, কন্টিনেন্টাল হোক বা দক্ষিণের খাবার রোজ ভুরিভোজ যেন লেগেই থাকে। এমন সময়ে সন্ধ্যা হলেই যেন চা কিংবা কফির সঙ্গে গরমাগরম পকোড়ার জন্য মনকেমন করে। তবে কোলেস্টেরলের চোখরাঙানি এড়িয়ে কী ভাবে পকোড়া বানাবেন ভাবছেন?

তেল ছাড়াই হবে পকোড়া। শীতকালে চায়ের আড্ডা জমে যাবে, রইল এমন তিনটি স্বাস্থ্যকর রেসিপির হদিস।

ফুলকপির পকোড়া: একটি বড় বাটিতে বেসন, ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ফুলকপির ছোট টুকরো, চিনি আর নুন মিশিয়ে নিন। তাতে সামান্য জল দিয়ে মেখে ঘন মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এ বার একটি বেকিং ট্রে কিংবা শিটে মিশ্রণটি পকোড়ার আকারে গড়ে দূরে দূরে রাখুন। ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেক করে নিন। ধনেপাতা আর পুদিনার চাটনির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পালং পকোড়া: একটি পাত্রে মিষ্টি আলু সেদ্ধ, পালং শাক কুচি, বেসন, জোয়ান, নুন, হলুদ, কাঁচালঙ্কা ও সামান্য জল দিয়ে মেখে নিন। এ বার বেকিং শিটে এক চামচ করে পকোড়ার মিশ্রণ রেখে ১৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৫ থেকে ২০ মিনিট বেক করে নিন। গরমাগরম পালং পকোড়া পরিবেশন করুন সসের সঙ্গে।

সোয়া পকোড়া: গরম জলে সোয়াবিন সেদ্ধ করে নিন। হাত দিয়ে চেপে চেপে সোয়াবিন থেকে জল বার করে নিয়ে বেটে নিন। এ বার একটি বাটিতে সোয়া কিমা বাটা বেসন, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, পেঁয়াজ কুচি, জোয়ান গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, নুন আর চিনি একসঙ্গে মেখে নিন। সামান্য জল দিয়ে মণ্ড তৈরি করুন। তা থেকে ছোট ছোট পকোড়ার আকার গড়ে নিন। বেকিং ট্রে-তে পকোড়াগুলি রেখে ১৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেক করে নিন। সোয়া পকোড়া পরিবেশন করুন মেয়োনিজের সঙ্গে।

কষ্ট করে ঘাম ঝরিয়ে জিম আর নয়

হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতে কার্ডিয়োভাস্কুলার ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন প্রশিক্ষকেরা। নিয়মিত দৌড়নো, ব্রিস্ক ওয়াক বা জগিংয়ের মতো ব্যায়াম হার্ট এবং ধমনীর বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে শরীরচর্চার তো বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে।

কোনটি কার জন্য কার্যকরী, সে বিষয়ে সাধারণত চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষকেরাই আলোকপাত করে থাকেন। কিন্তু এখন সমাজমাধ্যমের যুগ। প্রতি দিন নতুন নতুন যা কিছু ঘটছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার জন্য দশ পা এগিয়ে রয়েছে সমাজমাধ্যম। সম্প্রতি সেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে শরীরচর্চার বিশেষ একটি মাধ্যম "কোজি কার্ডিয়ো"।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অনেকেই জিমে গিয়ে গা ঘামাতে পছন্দ করেন। কিন্তু প্রতি দিন জিমে যাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে পারেন না এমন মানুষও আছেন। তাই হোপ জাকারব্রো নামে এক সমাজমাধ্যম প্রভাবী বাড়ির পরিবেশেই কম খেটে ঘাম ঝরানোর ফন্দি এঁটেছেন তিনি। নাম দিয়েছেন "কোজি কার্ডিয়ো"। অভিনব শরীরচর্চার এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। তাঁর ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ২০ লক্ষ মানুষের নজরে এসেছে।

কোজি কার্ডিয়োর ধারণাটি আসলে শরীরচর্চার জন্য একটি আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। হোপের করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মনোরম কিছু সুগন্ধি মোমবাতি এবং একেবারে হালকা, ঢিমে আলোর মালায় দিয়ে ওই তরুণী তাঁর বাড়ির বসার ঘরটি সাজিয়ে নিয়েছেন। ঘরের এক কোণে চলছে টেলিভিশন। তাঁর প্রিয় পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে বেশ কিছু ভঙ্গি অভ্যাস করছেন। আধঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা এই ভাবে শরীরকে বিশেষ কষ্ট না দিয়ে ব্যায়াম করার ফলও পেয়েছেন তিনি।

কলাপাতায় খাওয়ার রীতি আবার ফিরছে

আগে যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে কলাপাতায় খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। পুজোর কাজে কলাপাতার ব্যবহারও বহু পুরনো। তবে শুধু এ রাজ্যে নয়, দক্ষিণীরাও বিভিন্ন উতবে কলাপাতায় খাবার পরিবেশন করে থাকেন। এই অভ্যাস পরিবেশবান্ধবও বটে। ইদানীং বিভিন্ন বাঙালি রেস্তরাঁতেও কলাপাতায় খাবার দিতে দেখা যায়। শুধু দেখতে ভাল লাগে বলেই কি কলাপাতায় খাবার পরিবেশন করা হয়?

না কি এর সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও যোগ রয়েছে?

১) রীতি, ঐতিহ্য এবং পরিবেশ রক্ষা ছাড়াও কলাপাতায় খাওয়ার বেশ কিছু স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে বলেই মনে করেছেন পুষ্টিবিদেরা। কাচ, স্টিল বা প্লাস্টিকের প্লেট ভাল ভাবে পরিষ্কার না করলে সেখান থেকে খাবারে ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাস ছড়াতে পারে। কিন্তু কলাপাতায় খেলে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। ২) তা ছাড়া কলাপাতায় ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রয়েছে। পাতার উপর গরম খাবার রাখলে খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট তো হয় না, বরং তার স্বাদ বৃদ্ধি পায়। ৩) অনেকেরই ধারণা কলাপাতার সংস্পর্শে গরম খাবার এলে, তার স্বাদ এবং গন্ধ নাকি পাল্টে যায়। সাধারণ খাবারও নাকি হয়ে ওঠে অমৃতসমান। ৪) প্লাস্টিক বা থার্মোকলের প্লেট পরিবেশের জন্য আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের আবর্জনা মাটি বা জলের সঙ্গে মিশলে তা পরিবেশের তো বটেই, প্রাণীজগতের জন্যেও ভাল নয়। সেই দিক থেকে কলাপাতা ব্যবহার করা নিরাপদ। ৫) থার্মোকল বা প্লাস্টিকের প্লেটে গরম খাবার রাখলে তা থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কলাপাতায় দীর্ঘ ক্ষণ গরম খাবার রেখে দিলেও এই ধরনের ভয় থাকে না।

গাজয়ে ক্যারট স্পাইস কেক

শীত পড়লেই চায়ের সঙ্গে "টা" হিসাবে কেক খাওয়ার জন্য মনটা কেমন করে। তবে অতি কষ্টে ডায়েট করে যেটুকু ওজন কমিয়েছিলেন শীতকালে কেক খেয়ে সেই ওজন আবার বাড়িয়ে তুলতে চান না? বাজারের কেকগুলিতে চড়া মিষ্টি থাকে, ডায়েট করলে সেগুলি খাওয়া চলবে না। তা হলে উপায়? বাড়িতে একটু সময় খরচ করেই বানিয়ে ফেলতে পারেন স্বাস্থ্যকর কেক।

গাজর, কাঠবাদামের গুঁড়ো, আটা আর গুড় দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন ক্যারট স্পাইস কেক। হোমশেফ শমিতা হালদার শেখালেন কী ভাবে বানাবেন এই স্বাস্থ্যকর কেক।

উপকরণ:

আটা: ১ কাপ

কাঠবাদামের গুঁড়ো: ১ কাপ

ডিম: ৩ টি

মাখন: ১০০ গ্রাম

শুকনো গুড়: ১৫০ গ্রাম

দারচিনি, জায়ফল গুঁড়ো: আধ চা চামচ

আদার গুঁড়ো: আধ চা চামচ

ভাঙা আখরোট: ৩ টেবিল চামচ

বেকিং পাউডার: আধ চা চামচ

ভ্যানিলা এসেন্স: ১ টেবিল চামচ

গাজর কুড়োনো: দেড় কাপ

প্রণালী:

একটি পাত্রে ডিম, চিনি আর মাখন নিয়ে খুব ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এ বার ওই মিশ্রণে আটা, কাঠবাদামের গুঁড়ো, আদার গুঁড়ো আর বেকিং পাউডার দিয়ে হালকা হাতে মিশিয়ে নিন। শেষে মিশ্রণে কুড়োনো গাজর, ভ্যানিলা এসেন্স আর আখরোট মিশিয়ে নিন ভাল করে। এ বার মাইক্রোওয়েভ অভেন প্রিহিট করে নিন ১০ মিনিট। তার পর ১৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ৪৫ মিনিট বেক করে নিন। ঠান্ডা হলে স্লাইস করে গরম চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

শরীরের কোন গোপন কথা ফাঁস করে দেয় জিভ?

সাধারণ জ্বর-সর্দি বা কঠিন কোনও ব্যামো যা-ই হোক না কেন, চিকিতকের কাছে গেলে আগে রোগীর জিভ দেখতে চান তাঁরা। কারণ, শরীরে অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই এই অঙ্গে তার কিছু লক্ষণ ফুটে ওঠে। যা দেখে সহজেই রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা স্পষ্ট হয় চিকিৎসকদের। খাবারের স্বাদ বুঝতে না পারা, জিভ শুকিয়ে যাওয়া কিংবা জিভে কাঁটা ফোটার মতো অনুভূতি একেবারেই স্বাভাবিক নয়।

তা ছাড়া, জিভের স্বাভাবিক লালচে গোলাপি রং বদলে গেলে তা কোনও রোগের লক্ষণ হতে পারে বলে মনে করেন অনেকেই। জিভের কোন রং কী কী রোগের ইঙ্গিত দেয়?

১) সাধারণত ব্যাক্টেরিয়া বা ফাঙ্গাসের আক্রমণে জিভের উপর সাদা আস্তরণ পড়ে। দাঁত মাজার সময়ে নিয়মিত জিভ পরিষ্কার না করলেও এই সমস্যা দেখা যায়। তা ছাড়া, ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হলেও জিভ সাদা হয়ে যেতে পারে। ২) জিভের উপর স্ট্রবেরির মতো লালচে কাঁটা কাঁটা কিছু ফুটে উঠলে তা শরীরে ভিটামিনের অভাবকেই ইঙ্গিত করে। সাধারণত শরীরে ভিটামিন বি-র অভাব হলে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এই ভিটামিনের অভাবেই বাচ্চারা কাওয়াসাকি রোগে আক্রান্ত হয়। ৩) অতিরিক্ত ধূমপান করলে, ক্যাফিনজাতীয় পানীয় খেলে জিভের উপর কালচে আস্তরণ পড়তে পারে। তবে চিকিতকেরা বলছেন, চড়া অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবেও কিন্তু জিভের উপর এমন কালচে আস্তরণ পড়তে পারে। ৪) জিভের রং হঠাৎ নীলচে বা বেগনি হয়ে গেলে বুঝতে হবে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। এ ছাড়া, শ্বাসযন্ত্র কিংবা কার্ডিয়োভাসকুলার কোনও সমস্যা থাকলেও জিভের রং নীল হয়ে যেতে পারে। ৫) জিভের রং একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেলে তা রক্তে আয়রনের অভাবকেই ইঙ্গিত করে। আবার জিভের উপর লাল এবং সাদা চাকা চাকা দাগ আবার অটোইমিউন রোগের ইঙ্গিতও বহন করে।

সকালে জলখাবার না খেলে কিন্তু ভারী বিপদ

সকালে অফিস বেরোনোর সময়টা প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটে। তার উপর শীতে ঘুম ভাঙতেও দেরি হয়। ওই স্বল্প সময়ে বাড়ির অন্যান্য কাজ সামলে স্নান-খাওয়া সেরে যাওয়া সত্যিই মুশকিল হয়। ছুটির দিন ছাড়া সকালের খাবার ঠিক করে খাওয়াই হয় না। আর এই কারণেই নানা রকম রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে। শুধু তা-ই নয়, ওজন ঝরানোর জন্য যত কসরত করেন, সবটাই জলে চলে যেতে পারে। তেমনটাই বলছেন পুষ্টিবিদেরা। দেহের নিজস্ব ঘড়ি মেনে খাওয়াদাওয়া না করলে শরীর কিন্তু ছেড়ে কথা বলে না। ততণাতখারাপ প্রভাব বুঝতে না পারলেও তলে তলে রোগ হানা দেয় শরীরে। সকালের খাবার খাওয়ার অনিয়মে কী কী রোগ বাসা বাঁধতে পারে? ১) সকালের খাবার না খাওয়ার অভ্যাস পরবর্তীকালে বাড়তে পারে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি। স্মৃতিশক্তি লোপ, ভাবনা-চিন্তার অসুবিধা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতার মতো একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে সঠিক সময়ে সকালের খাবার খেতে হবে। ২) দিনের শুরুতে কিছু না খেলে শরীর ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। হজমেও সমস্যা দেখা দেয়। বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে। ৩) সকালে খাবার এড়িয়ে গেলে রক্তে চিনির মাত্রা কমেও যেতে পারে। ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপের হাত ধরে জন্ম নেয় মাইগ্রেনের মতো সমস্যা। মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে সকালের খাবার খেতে হবে নিয়ম মেনে। ৪) সকালে কিছু না খেলে বাড়তে পারে ওজন। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রথম শর্ত হল সকালে ভারী কোনও খাবার খাওয়া। দীর্ঘ ক্ষণ না খেয়ে থাকার ফলে শরীর উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত খাবার দাবি করে। খিদে মেটাতে তখন ফ্যাট ও চিনি জাতীয় খাবার বেছে নিতে হয়। তাতেই ওজন বেড়ে যায়। ৫) সকাল থেকে দীর্ঘ ক্ষণ না খেয়ে থাকার পরে খাবার খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সকালে না খাওয়ার অভ্যাসে টাইপ ২ ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ে। সেই ঝুঁকি এড়াতে সকালের খাবার খেতে হবে নিয়ম করে।

এক বছরে ৪২ লক্ষ টাকার বিরিয়ানি অর্ডার

সারা বছরে একাই ৪২.৩ লক্ষ টাকার বিরিয়ানি অর্ডার করেছেন মুম্বইয়ের এক বাসিন্দা। বছর শেষে বারো মাসে গ্রাহকদের করা মোট অর্ডারের হিসাব করতে গিয়ে রীতিমতো চোখ ছানাবড়া হয়েছে অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থা সুইগিরে কর্মীদের। এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে সংস্থার বার্ষিক সমীক্ষা "হাউ ইন্ডিয়া সুইগিস"-এ।

কোন খাবার গ্রাহকেরা সবচেয়ে বেশি অর্ডার করেছেন, কে কত টাকার খাবার অর্ডার করেছেন প্রতি বারই বিভিন্ন অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থাগুলি এই বিষয়গুলি নিয়ে একটি পরিসংখ্যান করে। এ বারও তার অন্যথা হয়নি। তবে একজন গ্রাহকেরই বছরভর কয়েক লক্ষ টাকার বিরিয়ানি অর্ডার করেছেন, এই তথ্য স্বাভাবিক ভাবেই অবাক করেছে সকলকে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে কার্যকর অনবোর্ড হাউসকিপিং পরিষেবা এবং গার্বেজ ডিসপোজ্যাল সিস্টেম চালু

মালিগাঁও, ১৬ জুলাই, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর ট্রেন যাত্রায় পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজের অধিক্ষেত্র থেকে যাত্রা আরম্ভ করা বেশিরভাগ ট্রেনেই অনবোর্ড হাউসকিপিং পরিষেবা (ওবিএইচএস) চালু করেছে। রেলওয়ে চত্বর এবং ট্রেনের কোচগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সমর্থিত বিভিন্ন পরিবেশ-বান্ধব প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। ওবিএইচএস-এর অধীনে, কোচগুলি যাত্রার সময় দিনে দুবার বাধ্যতামূলকভাবে এবং তারপর যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ইতিমধ্যেই ৬৩ জোড়া ট্রেনে ওবিএইচএস সেবা চালু করেছে।

চলন্ত ট্রেন থেকে তথ্য পাওয়ার পর, ওবিএইচএস সুপারভাইজার, কন্টোল অফিস এবং যাত্রীর কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএস প্রাপ্ত হয়।

তার পর যাত্রীদের অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয় এবং তার প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়াও, শৌচালয় পরিষ্কার, কোচ ক্লিনিং ইত্যাদির জন্যও অন-বোর্ড হাউসকিপিং টিমের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে শৌচালয় ও কোচের পরিচ্ছন্নতার মানও উন্নত হয়েছে এবং পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত যাবতীয় যাত্রীদের অভিযোগ হ্রাস পেয়েছে।

অধিকন্তু, ক্লিন ট্রেন স্টেশন (সিটিএস) স্কিমের অধীনে দীর্ঘ দূরত্বের চলমান ট্রেনগুলি রেলওয়ের দ্বারা বিশেষভাবে নিযুক্ত নামী এবং পেশাদার এজেন্সিগুলি নির্ধারিত ট্রেন থামার সময় মনোনীত স্টেশনগুলিতে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিষ্কার পরিছন্ন করে থাকে।

সিটিএস টিম উচ্চ চাপের জেট মেশিন এবং পরিবেশ বান্ধব বায়ো-ডিগ্রেডেবল ক্লিনিং এজেন্ট ব্যবহার করে ট্রেনের অভ্যন্তরীণ অংশ, বিশেষ করে শৌচালয়, দরজা, করিডোর পরিষ্কার করে থাকে।

এর পাশাপাশি, দূর পাল্লার ট্রেনের যাত্রার সময় যে আবর্জনা জমা হয় তা নিয়মিতভাবে ট্রেনটিকে পরিষ্কার রাখতে লামডিং, গুয়াহাটি, আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি এবং কাটিহারের মতো মনোনীত স্টেশনগুলিতে ট্রেন থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

প্রতিটি যাত্রীর রেল ভ্রমণ আরামদায়ক করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলছে। এই ক্ষেত্রে ট্রেনের বগি পরিষ্কার রাখতে যাত্রীদের সহযোগিতাও কাম্য। ট্রেনের মেঝেতে খাবার এবং অন্যান্য ফেলে দেওয়া জিনিস ছুঁড়ে ফেলার পরিবর্তে; ট্রেনের ভিতরে রাখা ডাস্টবিন ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স বেড়েছে ৭ হাজার টাকা প্রতি টন, কার্য্যকর হয়েছে নতুন দর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি. স.) : দেশীয় অপরিশোধিত তেলের উপর ফের উইন্ডফল ট্যাক্স বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার উইন্ডফল ট্যাক্স প্রতি টন ৬ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭ হাজার টাকা করেছে। মঙ্গলবার থেকে নতুন দর কার্য্যকর হয়েছে।সরকার কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, অভ্যন্তরীণভাবে উতাদিত অপরিশোধিত তেলের উপর বিদ্যমান উইন্ডফল ট্যাক্স প্রতি টন ৬ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ হাজার টাকা করা হয়েছে। তবে পেট্রোল, ডিজেল এবং বিমান জ্বালানি (ইটিএফ) রফতানির উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক শূন্যের কোটায় রাখা হয়েছে। এর আগে জুলাইয়ের শুরুতেও দেশীয় ট্যাঙ্কারে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স বাড়িয়েছিল সরকার। সেই সময়ে, সরকার অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স বাড়িয়ে টন প্রতি ৬,০০০ টাকা করেছিল। ১৫ জুন উইন্ডফল ট্যাক্স ছিল ৩,২৫০ টাকা প্রতি টন। এই মাসে, টানা দ্বিতীয়বারের জন্য উইন্ডফল ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারত ২০২২ সালের জুলাই মাসে অভ্যন্তরীণভাবে উতাদিত অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স আরোপ করেছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ভিত্তিতে সরকার প্রতি পাক্ষিকে এটি পর্য্যালোচনা করে।

জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় শহীদ চার জওয়ান, শোকস্তব্ধ রাজনাথ ও সিনহা

শ্রীনগর, ১৬ জুলাই (হি.স.): সন্ত্রাসবাদী হামলায় আবারও রক্তাক্ত হল জম্মু ও কাশ্মীর। সোমবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় সুরক্ষা বাহিনীর। সঙ্গে ছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশও। দুই পক্ষের লড়াইয়ে অন্তত চার জন সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন এবং এক জন পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। জখম পুলিশ কর্মী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। নিহতদের মধ্যে একজন সেনা অফিসার রয়েছেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে শহীদ জওয়ানরা হলেন - ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা, নায়েক ডি রাজা, সিপাই বিজেন্দ্র ও সিপাই অজয়। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) যৌথ ভাবে সোমবার সন্ধ্যায় ডোডা জেলার দেশা জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। জঙ্গিদের উপস্থিতি সম্পর্কে খবর পাওয়ার পরই ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি অভিযানের সময় অতর্কিতে সেনাবাহিনীর দিকে ধেয়ে আসে এলোপাথাড়ি গুলি। পাল্টা জবাব দেন জওয়ানরাও। শুরু হয় দু'পক্ষের গুলির লড়াই। সন্ত্রাসীদের গুলিতে চার জন জওয়ান এবং এক জন পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলাবার ভোরে তাঁদের মৃত্যু হয়। ওই জঙ্গল এলাকায় চার থেকে পাঁচ জন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর ছিল, এমনই জানান এক সেনা আধিকারিক। তাদের সন্ধানে মঙ্গলবারও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্ত্রাসী হামলায় চার সেনা জওয়ানের মৃত্যুতে ব্যথিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার তিনি কথা বলেছেন সেনা প্রধানের সঙ্গে, তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন সামগ্রিক পরিস্থিতি। রাজনাথ সিং এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'দেশ আমাদের সৈনিকদের পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যারা কর্তব্যের সময় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কাউন্টার টেরোরিস্ট অপারেশন চলছে এবং আমাদের সৈন্যরা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে এবং এই অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'' চার সেনা জওয়ানের মৃত্যুতে ব্যথিত জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহাও। তিনি শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'ডোডা জেলায় আমাদের সেনা জওয়ান এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জওয়ানদের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার কথা জানতে পেরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা, যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আমরা সৈন্যদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব এবং সন্ত্রাসী ও তাদের সহযোগীদের কুপরিকল্পনা নস্যাৎ করব।'এদিকে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী চার জওয়ানের বলিদানে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি ভারত সরকারকেও একহাত নিয়েছেন তিনি। রাহুল গান্ধী তাঁর এক্স হ্যান্ডেল মারফত জানিয়েছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে আরেকটি সন্ত্রাসী এনকাউন্টারে আমাদের সৈন্যরা প্রাণ হারিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। একের পর এক এমন নৃশংস ঘটনা ঘটছে অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। এই ক্রমাগত সন্ত্রাসী হামলা জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিকে উন্মোচিত করছে। আমাদের সৈন্যরা এবং তাঁদের পরিবার বিজেপির ভুল নীতির খেসারত বহন করছেন। প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতীয় দাবি করে যে, বারবার নিরাপত্তা ত্রুটির জন্য সরকারকে সম্পূর্ণ দায় নিতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।'

মন্দারমণিতে সমুদ্রে তলিয়ে মৃত দুই, নিখোঁজ এক

মন্দারমণি, ১৬ জুলাই (হি. স.): মন্দারমণিতে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন তিন বন্ধু। দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আর একজন এখনও নিখোঁজ। মঙ্গলবার সকালের ঘটনা।

জানা গিয়েছে, কয়েকজন বন্ধু মিলে দুর্গাপুর থেকে মন্দারমণি গিয়েছিলেন। সমুদ্রের ধারের একটি রিসর্টে ওঠেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকালে তাঁদের সমুদ্রেও নামতে দেখা যায়। এরপর তাঁরা ক্রমশ দূরে চলে যান। জলে হাবুডুবু খেতে থাকেন। তিনজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একজন এখনও নিখোঁজ। অন্য দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। তবে তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

এস জয়শঙ্করের মরিশাস সফর শুরু, মনীশ গোবিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর দু''দিনের সফরে মরিশাস পৌঁছেছেন। সফরের শুরুতে মঙ্গলবার মরিশাসের বিদেশমন্ত্রী মনীশ গোবিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জয়শঙ্কর। এই সফরকালে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রভিন্দ জুগনৌথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এস জয়শঙ্কর। অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কর্মসূচী রয়েছে তাঁর। মরিশাসের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, এই সফর ভারতের প্রতিবেশী প্রথম নীতি, ভিশন সাগর এবং গ্লোবাল সাউথের প্রতি অঙ্গীকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে দু''দেশের সম্পর্কের গুরুত্বকে তুলে ধরবে। বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং মানুষে মানুষে সংযোগকে আরও দৃঢ় করতে দুই দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মন্ত্রক জানিয়েছে।

বারবার নিরাপত্তা লঙ্ঘনের জন্য সরকারকে দায় নিতে হবে, সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় সন্ত্রাসী হামলায় চার জওয়ানের বলিদানে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি ভারত সরকারকেও একহাত নিয়েছেন তিনি। রাহুল গান্ধী তাঁর এক্স হ্যান্ডেল মারফত

সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল এসএসসি মামলা, ৩ সপ্তাহ পরে হবে শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): পিছিয়ে গেল এসএসসি-র প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি। তিন সপ্তাহ পরে হবে এই মামলার শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে। মঙ্গলবার জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, মামলার সঙ্গে জড়িত পাঁচ পক্ষ, অর্থাৎ রাজ্য, সিবিআই, এসএসসি, মূল মামলাকারী এবং যাঁদের চাকরি নিয়ে মামলা তাঁদের বক্তব্য শোনা হবে। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ পক্ষকেই তাঁদের বক্তব্য জানাতে হবে সুপ্রিম কোর্টে। তারপরে মামলার শুনানি হবে। হয়তো আগস্টের প্রথম সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হতে পারে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ২ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য এবং এসএসসি-সহ সমস্ত পক্ষকে হলফনামা দিতে হবে। তার পরে কারও হলফনামা গ্রহণ করা হবে না। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, চাকরি বাতিলের মামলায় পাঁচ পক্ষের বক্তব্য শোনা হবে। এই পাঁচ পক্ষ হল ১) রাজ্য ২) এসএসসি ৩) মূল মামলাকারী ৪) চাকরিহারা এবং ৫) সিবিআই। এ ছাড়া অন্য কোনও পক্ষ তাদের বক্তব্য জানাতে চাইলে লিখিতভাবে সুপ্রিম কোর্টে জানাতে পারবে। তবে এই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে হবে পাঁচ পাতার মধ্যেই। তার বেশি নয়।

ডোডায় জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রকে তোপ মেহবুবার, ৫ জওয়ানের মৃত্যুতে ব্যথিত

শ্রীনগর, ১৬ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি। পাশাপাশি ৫ জন জওয়ানের বলিদানে দুঃখপ্রকাশ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার শ্রীনগরে মেহবুবা মুফতি বলেছেন, 'কোনও জবাবদিহিতা নেই। এতক্ষণে ডিজিপিকে বরখাস্ত করা উচিত ছিল। গত ৩২ মাসে প্রায় ৫০ জন জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন... বর্তমান ডিজিপি রাজনৈতিকভাবে সব কিছু ঠিক করতে ব্যস্ত। তাঁর কাজ হল পিডিপি-কে ভাঙা, জনগণ এবং সাংবাদিকদের হয়রানি করা। তাঁরা অধিক সংখ্যক মানুষের ওপর ইউএপিএ চাপিয়ে দেওয়ার উপায় খুঁজছে।' জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি আরও বলেছেন, 'সমগ্র দেশ থেকে সৈন্যরা নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য কাশ্মীরে আসে, কিন্তু কফিনে ফিরে যায়। আপনারা যদি বলেন উপত্যকায় সন্ত্রাস শেষ হয়ে গিয়েছে, তবে এ জন্য কে দায়ী?... গত ৩২ মাসে, বিশেষ করে এই ডিজিপি নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা ঘটেছে... আপনারা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছেন, তাহলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দায়িত্ব কি আঞ্চলিক দলগুলির? আপনারা উত্তর কাশ্মীরে একটি বড় ধাক্কা পেয়েছেন?'

ফের বিভ্রাট কলকাতায় মেট্রোয়, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিপত্তি

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি.স.): ব্যস্ত সময়ে ফের কলকাতায় মেট্রোয় বিভ্রাট। মঙ্গলবার ১০.৩৮ মিনিটে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) স্টেশনে আচমকাই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় ১০.৫২ মিনিটে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।ঘড়ির কাঁটায় সকাল তখন ১০.৩৮ মিনিট হবে, মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) স্টেশনে আচমকাই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। থমকে যায় মেট্রো পরিষেবা, তবে দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় ১০.৫২ মিনিটে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

হাসপাতালের লিফটে প্রায় ২ দিন আটকে রোগী, তিন লিফট কর্মী বরখাস্ত কেরলে

তিরুবনন্তপুরম, ১৬ জুলাই (হি. স.): সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে হাসপাতালের লিফটে প্রায় ২ দিন (৪২ ঘণ্টা) আটকে ছিলেন এক ব্যক্তি। এই ঘটনায় তিরুবনন্তপুরম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিন কর্মীকে বরখাস্ত করল কেরলের স্বাস্থ্য দফতর। গাফিলতির অভিযোগে লিফট-ম্যান সহ তিন কর্মীকে বরখাস্ত করা হয় বলে মঙ্গলবার জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার তিরুবনন্তপুরম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক্স-রে করাতে গিয়েছিলেন ৫৯ বছরের রবীন্দ্রন। এক্স-রে করিয়ে লিফটে চেপে একাই নামছিলেন রবীন্দ্রন।

বাংলায় বর্ষায় ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার বাড়বাড়ন্তর সম্ভাবনা, সতর্কতার পরামর্শ চিকিৎসকদের

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি. স.) : চলতি বছরে বর্ষার দাপট এখনও সেইভাবে না বাড়লেও রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গু বেড়ে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ডেঙ্গুর দোসর ম্যালেরিয়া। গত বছর সারা রাজ্য জুড়ে জুলাই থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মশাবাহিত রোগের দাপট দেখেছিল বাংলা। মৃত্যুও হয়েছিল একাধিক। তাই এইবার আগেভাগে সতর্ক করছেন চিকিৎসকমহল।

চিকিৎসক মহলের পরামর্শ, জ্বর হলে তা ফেলে রাখা উচিৎ নয়। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রক্তপরীক্ষা করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। মশারির মধ্যে ঘুমনোর অভ্যাস করার কথাও বলছেন চিকিৎসকরা। তবে সবার আগে বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে কোথাও জল না জমতে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বছর মশাবাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল বহু। মৃত্যুর সংখ্যাও ছিল অনেক। তাই এইবার আগেভাবে সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। রাজ্যের বহু জায়গাতেই জমা জল পরিষ্কারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ডোডায় জঙ্গি হামলায় শহীদ দার্জিলিং-এর ব্রিজেশ, শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার

শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় শহীদ হয়েছেন বাংলার সেনা আধিকারিক ব্রিজেশ থাপা। ব্রিজেশ দার্জিলিং-এর বাসিন্দা। তাঁর কাকা যোগেশ থাপা থাকেন শিলিগুড়িতে। ব্রিজেশের বলিদান ব্যথিত তাঁর পরিবার। ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপার কাকা যোগেশ থাপা তাঁর ভাগ্নেকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন।অশ্রুসিক্ত চোখে তিনি বলেছেন, 'সোমবার রাতে ডোডায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাঁর দেহ আসার জন্য অপেক্ষা করছি, তারপরে আমরা দার্জিলিং-এ যাব। তাঁর বাবা-মা দার্জিলিংয়ে থাকেন, সে ৫ বছর আগে চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। সে আর্মি এলাকায় জন্মেছে এবং বড় হয়েছে। তাঁর বাবা সেনাবাহিনীতে একজন কর্নেল, আমরা আশা করছি আগামীকালের মধ্যে দেহ হস্তান্তর করা হবে। এটা বলা সহজ যে তিনি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু পরিবার হিসেবে আমরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি তা কখনই পূরণ করা যাবে না। আমরা জানি না কবে সরকার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, আমাদের সৈন্যরা প্রতিদিন নিহত হচ্ছে।'

পুলিশ কর্মীও প্রাণ হারালেন, ডোডায় সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ ৫ জওয়ান

শ্রীনগর, ১৬ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে এক সেনা অফিসার-সহ ৫ জন জওয়ান শহীদ হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছিল ৪ সেনা জওয়ানের, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এক জওয়ান। পরে ওই পুলিশ কর্মীও মারা গিয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) যৌথভাবে সোমবার সন্ধ্যায় ডোডা জেলার দেশা জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। জঙ্গিদের উপস্থিতি সম্পর্কে খবর পাওয়ার পরই ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি অভিযানের সময় অতর্কিতে সেনাবাহিনীর দিকে ধেয়ে আসে এলোপাথাড়ি গুলি। পাল্টা জবাব দেন জওয়ানরাও। শুরু হয় দু'পক্ষের গুলির লড়াই। সন্ত্রাসীদের গুলিতে চার জন জওয়ান এবং এক জন পুলিশ কর্মী মারা গিয়েছেন।ওই জঙ্গল এলাকায় চার থেকে পাঁচ জন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর ছিল, এমনই জানান এক সেনা আধিকারিক। তাদের সন্ধানে মঙ্গলবারও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। চারিদিক ঘিরে রেখে অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। স্থল ও আকাশপথে চলছে নজরদারি।

দীর্ঘ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ! বিষ্ণুপুরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

বিষ্ণুপুর, ১৬ জুলাই (হি.স.): দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, আর সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল মঙ্গলবার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমতলা-বাখরাহাট নিবারণ দত্ত রোডে বেহাল রাস্তায় মাসের পর মাস জল জমে থাকার অভিযোগে স্থানীয় মানুষ সকাল থেকে পথ অবরোধ করেন।হালকা বৃষ্টিতেই জল জমে গিয়েছে রাস্তায়, নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক নেই। ফলে জলও নামছে না। রাস্তায় হাঁটু পর্যন্ত জল জমে রয়েছে। এ জন্য প্রতিদিনই সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষজনকে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা শাচিরির

বার্ন, ১৬ জুলাই (হি.স.): ১৪ বছরের কেরিয়ারে ইতি টেনে দিলেন শাচিরি। এবারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের দলে থাকলেও বেশি খেলার সুযোগ পাননি তিনি। আর এখানেই কেরিয়ারের ইতি টেনে ফেললেন সুইজারল্যান্ডের এই মিডফিল্ডার। বিদায় বলে দিলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলকে। সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে সোমবার এই ঘোষনা করেন শাচিরি।

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে পথচলা শুরু করা তাঁর। সুইজারল্যান্ডের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ১২৫টি ম্যাচে। ৩২ গোল করার পাশাপাশি তার অ্যাসিস্ট ৩৪টি।

গত ৫ বছরে ঝাড়খণ্ডের প্রগতির সঙ্গে আপস করা হয়েছে : অনুরাগ ঠাকুর

রাঁচি, ১৬ জুলাই (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। মঙ্গলবার সকালে রাঁচিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'গত ৫ বছরে ঝাড়খণ্ডে কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি এবং রাজ্যের প্রগতির সঙ্গে আপস করা হয়েছে।'অনুরাগ বলেছেন, 'ঝাড়খণ্ডকে একটি পৃথক রাজ্য হিসাবে গঠন করা বিজেপির স্বপ্ন ছিল, যা অটল বিহারী বাজপেয়ীর দ্বারা পূরণ হয়েছিল। গত দুই দশকে, ঝাড়খণ্ড নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারত, কিন্তু কিছু কারণে, বিশেষ করে গত ৫ বছরে কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি এবং রাজ্যের প্রগতির সঙ্গে আপস করা হয়েছিল। অথচ গত ৫ বছরে অনেক নেতার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। সরকার ব্যর্থ হয়েছে এবং জনগণ তাঁদের বিদায় জানাতে প্রস্তুত। আপনারা উত্তর প্রদেশ এবং অসমের ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের সাফল্য উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন।'

ডোডায় সন্ত্রাসী হামলা : সেনা প্রধানের সঙ্গে কথা রাজনাথের, ব্যথিত মনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ১৬ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্ত্রাসী হামলায় চার সেনা জওয়ানের মৃত্যুতে ব্যথিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার তিনি কথা বলেছেন সেনা প্রধানের সঙ্গে, তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন সামগ্রিক পরিস্থিতি। চার সেনা জওয়ানের মৃত্যুতে ব্যথিত জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহাও। তিনি শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'ডোডা জেলায় আমাদের সেনা জওয়ান এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জওয়ানদের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার কথা জানতে পেরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা, যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আমরা সৈন্যদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব এবং সন্ত্রাসী ও তাদের সহযোগীদের কুপরিকল্পনা নস্যাৎ করব।'উল্লেখ্য, সোমবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় সুরক্ষা বাহিনীর। সঙ্গে ছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশও। দুই পক্ষের লড়াইয়ে অনন্ত চার জন সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন এবং এক জন পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। জখম পুলিশ কর্মী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। নিহতদের মধ্যে একজন সেনা অফিসার রয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) যৌথ ভাবে সোমবার সন্ধ্যায় ডোডা জেলার দেশা জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। জঙ্গিদের উপস্থিতি সম্পর্কে খবর পাওয়ার পরই ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি অভিযানের সময় অতর্কিতে সেনাবাহিনীর দিকে ধেয়ে আসে এলোপাথাড়ি গুলি। পাল্টা জবাব দেন জওয়ানরাও।

প্রতারণায় অভিযুক্ত গড়িয়ার বেসরকারি নার্সিং কলেজ, ছাত্রীদের বিক্ষোভে ধুন্ধুমার

গড়িয়া, ১৬ জুলাই (হি.স.): গড়িয়ার একটি বেসরকারি নার্সিং কলেজের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুললেন ছাত্রীরা। অভিযোগ, প্রোগ্রেসিভ নার্সিং ইনস্টিটিউট নামে ওই নার্সিং কলেজের অনুমোদন না থাকায় পড়ুয়াদের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে না। অথচ প্রত্যেক নার্সিং পড়ুয়ার কাছ থেকে অগ্রিম ১ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে। এমনকী, পড়ুয়াদের যাবতীয় নথির আসল কপি জমা নিয়ে আটকে রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ। নার্সিং পড়ুয়াদের অভিযোগের তির কলেজের কর্ণধার মানিকলাল জানা ও তাঁর স্ত্রী সাগরিকা জানার দিকে। সোমবার কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভও দেখান নার্সিং পড়ুয়ারা। পরে রাতে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। যদিও, প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করেছে নার্সিং কলেজ কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এমবাপে বরণ

সান্তিয়াগো, ১৬ জুলাই (হি.স.): মঙ্গলবার ফরাসি তারকা এমবাপেকে বরণ করে নিতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুয়ে সাজ সাজ রব। নবরূপে সেজেছে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুয়ে। এবার দলবদলের মরসুমে পিএসজি থেকে রিয়াল মাদ্রিদে এসেছেন ফরাসি তারকা এমবাপে। ধারণা করা হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রেকর্ড ৮৫ হাজার লস ব্ল্যাঙ্কোস সমর্থক। মূল আয়োজনে লকার রুম থেকে স্টেজ পর্যন্ত বিশেষ ক্যাটওয়াক তৈরি করা হয়েছে। তিনি যখন মাঠে ঢুকবেন তখন দু''পাশে আতশবাজির রঙির আলোয় উদ্ভাসিত হবে চারপাশ। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজবে ''হালা মাদ্রিদ ই নাদা মাস''।

স্বাভাবিক হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

এক ব্যাবসায়ী গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁর ডান পা ভেঙে গিয়েছে। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অপরদিকে, ১৬৩ বিএনএস আইন অনুযায়ী পুলিশ ছয় যুবককে গ্রেফতার করেছে। তাদের গণ্ডাছড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অপরদিকে, আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে গণ্ডাছড়া। সোমবার গভীর রাতে গণ্ডাছড়া মহকুমায় সদর বাজারে তিনটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নাশকতার আগুনে পুড়েছে ওই তিনটি দোকান। কিন্তু, ধলাই জেলা শাসক জানিয়েছেন, শর্ট সার্কিট থেকেই ওই দোকানগুলি আগুনে পুড়েছে। প্রশাসনের এই দাবি মানতে রাজি নন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ফলে, সকাল থেকে তাঁরা বাজার বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে প্রশাসন। সাথে মাইকিং করে বিএনএসএস ধারা ১৬৩ পালন করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে।

গতকাল, মন্ত্রী-বিধায়কের নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধিদল গণ্ডাছড়া সফরে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে ক্ষোভের মুখোমুখি হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাসও তাঁরা দিয়ে এসেছেন। মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিনিধিদের সাথে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন এবং সকলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু, তাঁরা গণ্ডাছড়া থেকে ফিরে আসার পর রাতেই বাজারের তিনটি দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ঘটনায় পরিস্থিতি আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘ বছর ধরে বাজারে পাহাড়ার দায়িত্বে থাকতেন তাঁরা। গতকাল প্রশাসনের তরফে ওই পাহাড়ার প্রয়োজন নেই বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তার বদলে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন থাকবে, এমনই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার পরিণতি স্বরূপ তিনটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জনৈক ব্যবসায়ীর দাবি, দমকলের দুইটি ইঞ্জিন সঠিক সময়ে বাজারে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক আকার ধারণ করত। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের গাফিলতির কারণেই ওই তিনটি দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাই, তাঁরা সকলে বাজার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ওই ঘটনায় ধলাই জেলা শাসক সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় জানিয়েছেন, গণ্ডাছড়া বাজারে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে দুইটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দমকল কর্মীরা সময়মত আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে এবং কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি ওই ঘটনায় কোন ধরণের গুজবে কান না দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

সরব কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরাও সেই পথেই এগিয়ে চলেছে তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি গণতান্ত্রিক অবক্ষয় এবং সহিংসতার একটি দুঃখজনক বর্ণনা উন্মোচন করেছে। কংগ্রেস প্রার্থীদের উপর শারীরিক আক্রমণ থেকে শুরু করে পার্টি অফিস এবং ব্যক্তিগত বাসস্থান ধ্বংস করে ভয় দেখানোর কৌশল ব্যবহার বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি বিরোধীদের কণ্ঠকে দমনে প্রচারণার বর্ণনা দিচ্ছে, বলেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন বজায় রাখা এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা প্রশাসনের জন্য অপরিহার্য, তিনি যোগ করেন। কুমার বলেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ভয় ও জবরদস্তি থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রমাণ হিসাবে কাজ করা উচিত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুহাসপাতাল :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৭৮৯৯৬ **রু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৮৬২৪৪৫৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্নেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৮৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন :** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা))। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শবরাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৭১২০, **রু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৮৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৯৮৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিথ্যা অজুহাতে দলীয় কর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিজেপির গঙ্গাজলঘাটি থানা ঘেরাও

বাঁকুড়া, ১৬ জুলাই (হি. স.) : দলীয় কর্মীকে মিথ্যা অজুহাতে গ্রেফতারের প্রতিবাদে মঙ্গলবার গঙ্গাজলঘাটি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি গত শনিবার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের নবগ্রামে কাপিস্তা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের একটি অস্থায়ী কার্যালয় আগুনে ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনা বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের কাজ বলে অভিযোগ করে তৃণমূল। দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগানোর ঘটনায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব উপযুক্ত তদন্ত চেয়ে গঙ্গাজলঘাটি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে নবগ্রামের প্রদীপ বাউরি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। প্রদীপ বাউরি বিজেপির একজন সক্রিয় কর্মী বলে দাবি করে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের দাবি তাকে পুলিশ তৃণমূলের কথামত গ্রেফতার করেছে। তারই প্রতিবাদে আজ শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউড়ির নেতৃত্বে গঙ্গাজলঘাটি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বলে বিজেপি। চন্দনা বাউরি বলেন, কাপিস্তা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিষ্ণুপুর লোকসভার অন্তর্গত। যেহেতু বিষ্ণুপুরে সৌমিত্র খাঁ জয়ী হয়েছেন এবং কাপিস্তা অঞ্চলে তৃণমূল হেরেছে। সৌমিত্র খাঁয়ের এই জয়ে বিজেপির কার্যকর্তা প্রদীপ বাউরির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারই বদলা নিতে তৃণমূলের অঙ্গুলিহেলনে নির্দোষ প্রদীপকে কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিজেপির প্রবীণ কার্যকর্তা আলোক প্রামানিক বলেন, ওদের গোষ্ঠী কোন্দলের ফলেই দলীয় অফিসে আগুন লেগেছে। নিজেদের দোষ ঢাকতে এই ভাবে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিন বিজেপি নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে থানায় ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় থানার প্রবেশদ্বার। সেখানেই বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। এবিষয়ে তৃণমূলের গঙ্গাজলঘাটি ব্লক ২ এর সভাপতি জীতেন গরাই বলেন, শালতোড়ার বিধায়িকা ভালো নাটক জানেন। কখনও তিনি বলেন আমি অত্যন্ত নিম্নবিত্ত প্রান্তিক পরিবারের মেয়ে। বিধায়ককে বলতে শুনেছি বিধানসভা সদস্যরা যে মাসিক ভাতা পান তা তিনি একসাথে এত টাকা দেখেননি। সেই টাকা তিনি নাকি গরিব মানুষকে দান দেবেন। তা তিনি কজনকে দিচ্ছেন। জীতেন বাবু বলেন, তৃণমূলের উন্নয়ন আর সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হওয়াতে বিজেপি এখন লাফালাফি করছে। তৃণমূলের এমন পরিস্থিতি হয়নি যে বিজেপিকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। পুলিশ কোন মামলায় কাকে ধরছে তার দায় কি তৃণমূলের বলে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

গড়িয়ায় নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে ভাংচুর ছাত্রীদের উত্তেজনা, গ্রেফতার এক

গড়িয়া, ১৬ জুলাই (হি. স.) : একটি বেসরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আর্থিক জালিয়াতি করার অভিযোগে ভাঙচুর ও বিক্ষোভ দেখালেন ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারাই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাত থেকে এলাকায় দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত গড়িয়া স্টেশন এলাকার শ্রীনগরে। এই ঘটনায় প্রতারিত ছাত্রীরা সোমবার রাতে নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সংস্থার কর্ণধার মানিকলাল জানাকে মঙ্গলবার সকালে গ্রেফতার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে এদিন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, চাকরি দেওয়ার নামে কয়েকলক্ষ টাকা প্রতারণা করেছেন অভিযুক্ত। পড়ুয়াদের আসল মার্কশিট সহ নানান ডকুমেন্ট আটকে রাখার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। চাকরি দিতে না পারায় টাকা ফেরত চাইলে পড়ুয়াদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সোমবার রাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত ছাত্রীরা। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে আসে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতেই প্রতারিতরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এরপর মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও পড়ুয়াদের টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন অভিযুক্ত মানিকলাল জানা। অনেককে চেক দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। কিন্তু ছাত্রীরা নগদ টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

রামনগরের ডেমুরিয়া মেলায় মোমো খেয়ে অসুস্থ একাধিক

রামনগর, ১৬ জুলাই (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের ডেমুরিয়ায় রথের মেলায় মোমো খেয়ে অসুস্থ একাধিক। সকলেরই বমি-পায়খানা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। অসুস্থদের সকলেই কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অনেককে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে জানা যাচ্ছে, ডেমুরিয়াতে রথযাত্রা উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মেলাতে অনেক দোকানের স্টল ছিল। তার মধ্যে মোমোও একটি। ওই দোকানে অনেকেই মোমো খেয়েছিলেন। পরে গ্রামের অনেকেই অসুস্থ হতে থাকেন। হাসপাতালে ভর্তি হতে থাকেন অনেকে। হাসপাতালে যাওয়ার পর কেস স্টাডি করতে গিয়ে দেখা যায়, যাঁরা অসুস্থ হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ওই দোকানের মোমো খেয়েছিলেন। মেলা কমিটির পক্ষে জানানো হয়েছে ২০ জন অসুস্থ হয়েছে। যে দোকানের মোমো খেয়ে অসুস্থ হয়েছেন, সোমবার থেকে সেই দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে আর কোনও অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। যাঁরা অসুস্থ হয়েছেন, তাঁরা কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা যাচ্ছে।

আদালতে বামফ্রন্ট

● প্রথম পাতার পর

প্রহসনে পরিণত করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। ঘন ঘন তাঁরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনার এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের দ্বারস্থও হচ্ছেন। কিন্তু, পুলিশের বিরুদ্ধেই অসহযোগিতার অভিযোগ এনে তাঁরা গলা ফাটাচ্ছেন। গতকাল প্রার্থীদের নিরাপত্তার দাবিতে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে দেখা করেছিলেন বামেরা। তাঁদের দাবি, প্রার্থীদের এসকর্ট করে মনোনয়ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হোক। কিন্তু, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ছাড়া এধরণের ব্যবস্থা নেওয়া পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয় ডিজিপি তাঁদের সাফ জানিয়েছেন। সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে বলেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক ডিজিপি-র সাথে দেখা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে এমন কোন নির্দেশ আসেনি, ফলে প্রার্থীদের এসকর্ট করে মনোনয়ন দাখিলের ব্যবস্থা করা পুলিশের সম্ভব নয় বলে ডিজিপি সাফ জানিয়েছেন। ফলে, আজ তাঁরা আবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের দ্বারস্থ হয়ে ডিজিপির বক্তব্য তুলে ধরেছেন। বামফ্রন্টের আহবায়ক এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আজ আশ্বস্ত করেছেন প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলে নিরাপত্তা দিতে ডিজিপি নির্দেশ দেবেন। কিন্তু, প্রশাসনের ভূমিকা ভীষণ সন্দেহজনক লাগছে, তাই আমরা ত্রিপুরা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছি। তাঁর কথায়, পঞ্চায়েতে নির্বাচনে অনলাইনে মনোনয়ন জমা নেওয়া, ব্লক অফিসের বদলে জেলা শাসকের কার্যালয়ে অতিরিক্ত এআরও-র মাধ্যমে মনোনয়ন জমা নেওয়া, মনোনয়ন দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধি এবং নির্বাচনের সুষ্ঠ পরিবেশ তৈরির আবেদন নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেছি। আজ হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং এবং বিচারপতি এস ডি পুরকায়স্থের খণ্ডপীঠে ওই আবেদন গৃহীত হয়েছে। আগামী ১৮ জুলাই ওই আবেদনের শুনানি হবে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে ডাকাতির ছক ভেস্তে দিল পুলিশ ধৃত চার দুষ্কৃতী

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ জুলাই (হি. স.) : ডাকাতির ছক ভেস্তে দিল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় বাংলা-বিহার সীমানায় গ্রেফতার হয়েছে চার দুষ্কৃতী। ধৃতদের কাছ থেকে মিলেছে আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে ভালুকা বাঁধ রোড এলাকায় নাকা চেক পয়েন্টে টহল দিচ্ছিল পুলিশ। সেই সময় মানিকচকের দিক থেকে দুটি বাইক আসতে দেখে আটকে দেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ইন্সপেক্টর জাকির হোসেন। তল্লাশি চালাতেই চারজনের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং তিনটি কার্তুজ। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার জানিয়েছেন, ধৃতদের বাড়ি মানিকচক এলাকায়। প্রাথমিক জেরায় জানা গিয়েছে, ডাকাতির উদ্দেশ্যে চারজন এই এলাকায় এসেছিল। মঙ্গলবার ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে শহীদ বাংলার জওয়ান ব্রিজেশ থাপাকে শ্রদ্ধা মমতার

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি. স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় শহীদ হয়েছেন বাংলার সেনা আধিকারিক ব্রিজেশ থাপা। ব্রিজেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরও এক বীর সেনানিকে হারালো বঙ্গভূমি। ব্রিজেশ দার্জিলিং-এর বাসিন্দা। দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের বড়গিঙ্গের বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। মাত্র ২৭ বছর বয়সে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে শহীদ হয়েছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া গোটা শৈলশহরে, বাকরুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ—সহ গোটা দেশ। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, কর্তব্যরত অবস্থায় জওয়ান ব্রিজেশ থাপার শহীদ হওয়ার ঘটনায় শোকাহত। সমবেদনা জানাই ব্রিজেশের বলিদানে স্বাভাবিকভাবেই ব্যথিত তাঁর গোটা পরিবার। ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপার বাবা, মা ও কাকা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। ব্রিজেশের বাবা যিনি নিজেও সেনার উচ্চপদস্থ পদে অবসর নিয়েছেন, তিনি বলেছেন, 'ছেলে দেশের জন্য নিজের জীবন দিয়েছে, এ জন্য গর্ব হচ্ছে।' ব্রিজেশের মা নীলিমা থাপা এবং তাঁর কাকা যোগেশও বাকরুদ্ধ। ব্রিজেশের বাবা কর্নেল ভুবনেশ থাপা (অবসরপ্রাপ্ত) বলেছেন, 'আমার ছেলে সবসময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে থাকতে চেয়েছিল...প্রথম প্রয়াসেই সে সেনাবাহিনীর সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। আমি গর্বিত, সে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। আমরা সারাজীবন তাঁকে মিস করব।'

বালুরঘাটে পুলিশ হেফাজতে থাকা তরুণীকে নিয়ে পালালো পরিবারের সদস্যরা

বালুরঘাট, ১৬ জুলাই (হি. স.) : ফিল্মি কায়দায় পুলিশ হেফাজতে থাকা তরুণীকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলেন পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। মেডিক্যাল করিয়ে আদালতে তোলার আগেই তরুণীকে গাড়িতে করে নিয়ে পালিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় এক পুলিশ কর্মী ও গাড়ির চালককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা ও ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ সহ বিশাল বাহিনী। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জেলা জুড়ে নাকা চেকিং করা হয়েছে। এদিকে এখন পর্যন্ত ওই তরুণী কোনও খোঁজ মেলেনি। এদিকে আহত দুই পুলিশকর্মীকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর নামে পরিবারের লোকের বেশ কিছু দিন আগে নিখোঁজ ডায়েরি করে। এরপর সোমবার ওই তরুণী থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন। তপন থানার পুলিশ ওই তরুণীকে এদিন বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলার জন্য নিয়ে যায়। এদিকে আদালতে তোলার আগে ওই তরুণীর মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মেডিক্যাল করার পর বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলার কথা ছিল। তার আগেই পুলিশের গাড়ি থেকে ওই তরুণীকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় পরিবারের সদস্যরা। এদিকে পুলিশ হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

২২ জুলাই শুরু বাজেট অধিবেশন, ২১ তারিখ সর্বদল বৈঠক ডাকলেন কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): আগামী ২২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে ২১ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বাজেট অধিবেশনের আগে ২১ জুলাই বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করবেন কিরেন রিজিজু। বেলা এগারোটায় নাগাল পার্লামেন্ট হাউস এনেক্স-এর মেইন কমিটি রুমে এই বৈঠক হবে। উল্লেখ্য, সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে আগামী ২২ জুলাই। এরপর ২৩ জুলাই ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। সংসদের বাজেট অধিবেশন চলবে আগামী ১২ আগস্ট পর্যন্ত।

চাপড়ায় নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা সংস্কার, প্রতিবাদে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

চাপড়া, ১৬ জুলাই (হি. স.) : নদিয়ার চাপড়া ব্লকে পিঁপড়া গাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের পদ্মামালা গ্রামে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা সংস্কারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসীরা। সরকারি নির্দেশিকা না মেনে কাজ করার প্রতিবাদে রাস্তার সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দেন এলাকার মানুষ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে মেরামতি করার হচ্ছে। ঠিকাদার সংস্থাকে বারবার জানানো শর্তে তারা কোনও কর্ণপাত করে না। এরপরই বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। অবশেষে এলাকার বাসিন্দারা কাজ বন্ধ করে দেন। এলাকাবাসীর দাবি, যেভাবে শিডিউল এসেছে সেই ভাবে কাজ করা হচ্ছে না। তাদের দাবি খুবই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এই কাজ করছে। এই বর্ষার মধ্যে রাস্তার উপরে রয়েছে কাদা মাটি তার উপর পিচ দিয়ে রাস্তা মেরামতি করছে বরাত পাওয়া সংস্থা।

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের

রাঁচি, ১৬ জুলাই (হি. স.): ধানবাদের বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড় রাম কুমার সিং মঙ্গলবার রাজভবনে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করেন জানা গেছে, উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করেন। রাজ্যপাল উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আরও উন্নত করার বিষয়ে বলেন এবং তাকে বার্ষিক শিক্ষা-সূচি অনুসরণ করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা সংস্কার প্রতিবাদে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

চাপড়া, ১৬ জুলাই (হি. স.) : নদিয়ার চাপড়া ব্লকে পিঁপড়া গাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের পদ্মামালা গ্রামে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা সংস্কারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসীরা। সরকারি নির্দেশিকা না মেনে কাজ করার প্রতিবাদে রাস্তার সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দেন এলাকার মানুষ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে মেরামতি করার হচ্ছে। ঠিকাদার সংস্থাকে বারবার জানানো শর্তে তারা কোনও কর্ণপাত করে না। এরপরই বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। অবশেষে এলাকার বাসিন্দারা কাজ বন্ধ করে দেন। এলাকাবাসীর দাবি, যেভাবে শিডিউল এসেছে সেই ভাবে কাজ করা হচ্ছে না। তাদের দাবি খুবই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এই কাজ করছে। এই বর্ষার মধ্যে রাস্তার উপরে রয়েছে কাদা মাটি তার উপর পিচ দিয়ে রাস্তা মেরামতি করছে বরাত পাওয়া সংস্থা।

আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ২০১৬ সালের মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রাথমিকের প্যানেল জমা দিতে হবে : বিচারপতি অমৃতা সিনহা

কলকাতা, ১৬ জুলাই (হি. স.) : আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ২০১৬ সালের মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রাথমিকের প্যানেল জমা দিতে হবে। মঙ্গলবার এমনটাই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য টেট হয়েছিল ২০১৪ সালে। সেই প্যানেল ধরে ২০১৬ সালে নিয়োগ হয় ৪২ হাজার শিক্ষক। সেই নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে এক চাকরিপ্রার্থী মামলা করেন কলকাতা হাইকোর্টে। এদিন সেই মামলা ওঠে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। মামলার শুনানি চলাকালীন প্রাথমিক পর্ষদকে বিচারপতি সিনহার নির্দেশ দেন, 'আপনারা ডেড প্যানেলই প্রকাশ করুন। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল দেখতে চাই।' পাশাপাশি মামলাকারীকে বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন করেন, 'যদি মূল প্যানেলই প্রকাশিত না হয়, তাহলে অতিরিক্ত প্যানেল কীভাবে প্রকাশ হবে?' এর জবাবে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, 'বোর্ড মেরিট লিস্ট করেনি। অতিরিক্ত ৫ শতাংশের তালিকাও প্রস্তুত করেনি। বোর্ড বার বার বলেছে, প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ।' দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্যানেল প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বাতিলের খাঁড়া ঝুলছে এসএসসির ২৬ হাজার চাকরির উপর। এর মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর প্রশ্নের মুখে প্রাথমিকের ৪২ হাজার চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া।

বাসন্তীতে বোমা নিষ্ক্রিয় করল বম্ব স্কোয়াড

বাসন্তী, ১৬ জুলাই (হি. স.) : সোমবার বাসন্তীর চরাবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতকেওরা গ্রামে বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। নদীর পাড়ে ড্রামের মধ্যে তাজা বোমা রাখা ছিল। স্থানীয় মানুষজন সেই বোমা দেখতে পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে বোমাগুলিকে পাহারা দিয়ে রাখে। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাস্থলে আসে সিআইডির বম্ব স্কোয়াড। তাঁরা ড্রাম থেকে মোট সাতটি তাজা বোমা উদ্ধার করে এবং সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। কে বা কারা এই বোমা রেখে গিয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত করছে বাসন্তী থানার পুলিশ। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ আটক বা গ্রেফতার হয়নি। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। এই চরাবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায়। এখানেও যুব ও মূল গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরেই এই বোমা এলাকায় মজুদ করা হয়েছিল বলে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুঁড়ি শুরু হয়েছে।

জমা দিলেন বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

নেতৃত্বরা। এদিকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চারটি আর ডি ব্লকে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। আজ ধর্মনগর জেলা শাসকের কার্যালয়ে তাঁরা মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। মোট জেলা পরিষদে ১৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে ভারতীয় জনতা পার্টি দলের পক্ষ থেকে ধর্মনগর শহরে এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, উত্তর জেলা ভারতীয় জনতা পার্টি দলের জেলা সভাপতি কাজল দাস সহ ১৭ জন মনোনীত প্রার্থী ও দলীয় কার্যকর্তারা।

একইভাবে কুমারঘাটেও এদিন মনোনয়নপত্র জমা করেছেন বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীরা। কুমারঘাটের ২৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৩ টি পঞ্চায়েত সমিতির জন্য এদিন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীরা। এদিন এক সুসজ্জিত র‍্যালির মাধ্যমে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিজেপি প্রার্থীরা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভগবান দাস, মন্ত্রী সুধাংশু চৌধুরী এবং মিমি মজুমদার।

এদিন রাজ্যের সবকটি জেলাতেই আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীরা। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নির্বাচনে বিজেপি দলের প্রার্থীরা জয়ী হবে এমনটাই আশা বিজেপি দলের প্রার্থীদের। এদিন মনোনয়ন দাখিলের অনুষ্ঠানে কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

এডিটরসগিল্ড-এর

● প্রথম পাতার পর

(এএমডব্লিউজেইউ) এবং 'এডিটরস গিল্ড মণিপুর' (ইজিএম) মণিপুর প্রেস ক্লাবে আজ দুপুরে এক জরুরি সভা ডেকে হামলার তীব্র নিন্দা করেছে। সভা পত্রিকা সম্পাদকের বাড়িতে বন্দুক হামলার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে রাজ্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে। (হিন্দুস্থান সমাচার)

কংগ্রেস প্রার্থী

● প্রথম পাতার পর

দুর্বৃত্তরা জমায়েত হয়েছিল। পুলিশের সামনেই তারা কংগ্রেস কর্মীদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করে। তাতে একাধিক কংগ্রেস প্রার্থীরা আহত হয়েছেন। এমনকি পুলিশের সামনে তাঁদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি চয়নিকা দেবনাথ(লালা), বয়স-৪৪, স্বামী-সুশান্ত লালা, নিবাস-ইন্দ্রনগর, মসজিদ রোড, পোঃ- ইন্দ্রনগর, থানা-নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স, ভারতীয় নাগরিক, পশ্চিম ত্রিপুরা। আমার আসল এবং সঠিক নাম চয়নিকা দেবনাথ লালা। এই এফিডেভিট মূলে (IN-TR28700107032405W, 9 July 2024) আজ থেকে আমি চয়নিকা দেবনাথ লালা নামে পরিচিত হলাম। চয়নিকা দেবনাথ (লালা) এবং চয়নিকা লালা একই ব্যক্তি। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

Sd/-
Chayanika Debnath

ক্রীড়াঙ্গন

বৈকুন্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবলে ফিরতি লীগেও চলমান জয় বিশ্রামগঞ্জের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঊষা লক্ষ্মীর হ্যাটট্রিকসহ চার গোল। প্লেয়ার অফ দা ম্যাচ হিসেবে প্রাইজমানিও তার দখলে। মোটকথা ফিরতি লিগেও চলমানের বিরুদ্ধে দারুণ জয় বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের। মহিলা লীগ ফুটবলে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বৈকুন্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবল আসরে বিশ্রামগঞ্জ সাফল্যের দাবিদার হয়ে উঠছে। প্রথম লীগে তিন গোলে হারিয়ে চলমানকে একটু সমীহ করলেও ফিরতি লীগে একেবারে ১১ জনকে ১১ গোল। এক প্রকার পর্যুদস্ত করে ছেড়েছে। প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল চার গোলে এগিয়ে ছিল। তবে একতরফা খেলা এত গোলের মাঝেও খেলায় মাত্রাতিরিক্ত অসদাচরণের দায়ে দু"দলের দুজনকে রেফারি লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দিতে বাধ্য হন। সেটা খেলার

প্রথমার্ধের ১৬ মিনিটের মাথায়। দু দল ১০ জন করে খেলে। গোলের সূচনা প্রথমার্ধের ২৩ মিনিটের মাথায় ধণিতা রিয়াংয়ের পা থেকে। পরবর্তী মিনিটেই প্রীতি জমাতিয়ার গোল। ২ মিনিট বাদেই নিশা জমাতিয়ায় গোল। সাত মিনিট পর নিশার দ্বিতীয় গোল। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল চার গোলে এগিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলাও একক আধিপত্যে এগোতে থাকে। পক্ষান্তরে চলমানের যেমন রক্ষণভাগের দুর্বলতা, তেমনি আক্রমণ ভাগেও তেমন কোনো আশানুরূপ অ্যাটাক কেউ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে ঊষা লক্ষী জমাতিয়া চারটি গোল করেন। এছাড়া, গোল হয় শারানথেম উচই এবং সাকচান্তি রিয়াংয়ের পা থেকে।

খেলার প্রথমার্ধের রেফারি বিজিত চলমানের একজনকে হলুদ কার্ড দেখান। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি উৎপল চৌধুরী, সুশান্ত দাস, সুকান্ত দত্ত ও ইন্দ্রানী দে। দিনের খেলা: ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব বনাম জম্পুইজলা প্লে সেন্টার, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে, সকাল ৮ টায়।

আন্তঃ মহকুমা প্রেসক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ

আগরতলা, ১৬ জুলাই।। বিগত বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত আন্ত: মহকুমা প্রেসক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেভেন এ-সাইড খেলায় এবারও আটটি দল অংশ নিচ্ছে। খেলা হবে নকআউট পদ্ধতিতে আগরতলার ক্ষুদিরাম বসু স্কুল ময়দানে। ২০ জুলাই, শনিবার সকাল ১০ টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। সবকটি দলের খেলোয়ারদের সকাল সাড়ে নয়টার মধ্যে মাঠে রিপোর্ট করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বিকেল চারটায় ফাইনাল ম্যাচের পরে হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য, আধিকারিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ১৮ জুলাই প্রতিযোগিতার ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হবে। এদিকে, সোমবার দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবের স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যানের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে টুর্নামেন্টের বিস্তারিত চূড়ান্ত করা হয়। একই সঙ্গে আগরতলা প্রেসক্লাবের দুটি দলের খেলোয়াড়দের নামও ঘোষণা করা হয়। দুটো টিমের খেলোয়াররা হলো: টিম 'এ' : সন্তোষ গোপ (অধিনায়ক), মেঘধন দেব (সহ-অধিনায়ক), প্রসেনজিৎ সাহা, সুমন সাহা (গোলরক্ষক), অনির্বাণ দেব, সুজিত ঘোষ, অলক চৌধুরী, সুব্রত দেবনাথ, বিপ্লব চন্দ, শিসান চক্রবর্তী (ম্যানেজার)। কোচ - স্বরুপা নাহা ও চন্দ্রিমা শিরকার। টিম 'বি': সুমিত সিংহ (অধিনায়ক), মিল্টন ধর, কিঙ্কর শীল, অনিমেষ শর্মা, অভিষেক দেববর্মা (সহ-অধিনায়ক), অরিন্দম চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ বণিক, নারায়ন শীল (গোলরক্ষক), সুজিত আচার্য, সুপ্রভাত দেবনাথ (ম্যানেজার)। কোচ - মীনাক্ষী ঘোষ ও পর্শীয়া। স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

মাস্টার্স অ্যাথলেট অর্চনা বনিককে শতদল সংঘের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিগত বছরের মতো এবারও বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসরে সাফল্যের লক্ষ্যে অনুশীলন করে যাচ্ছে এথলেট অর্চনা বনিক। ত্রিপুরা রাজ্যের রেশম বাগান নিবাসী শ্রীমতি অর্চনা বণিক সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে লং জাম্প এবং ত্রিপল জাম্পে অংশ নিতে রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে বিশেষ করে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। শত দল সংঘ ক্লাব সব সময় খেলোয়াড়দের জন্য কিছু না কিছু করে থাকে। তার অঙ্গ হিসেবে অর্চনা বনিককে উৎসাহিত করার জন্য ও তার সাফল্য কামনা করে শতদল সংঘের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করা হয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ক্লাবের পক্ষ থেকে এখানে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি অধীর দেবনাথ, ক্লাব সভাপতি পীযূষকান্তি ভৌমিক, কোষাধক্ষ্য আশীষ কুমার বনিক এবং ক্লাব কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। প্রত্যেকেই অর্চনা বণিকের পাশাপাশি দলের সকলের সাফল্যই কামনা করেছেন। উল্লেখ্য এইবার ৬ সদস্যের দল ত্রিপুরা থেকে সুইডেনের উদ্দেশ্যে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে রওয়ানা হবেন।জ্ব

এনএসআরসিসি-তে সাত দিনব্যাপী ব্যাডমিন্টনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার উদ্যোগে ৭ দিনের এক বিশেষ ব্যাডমিন্টন কোচিং ক্যাম্পের উদ্বোধন হলো মঙ্গলবার, এন এস আর সি সি-র ইনডোর হলে।

উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অরিত্র নন্দী, জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ব্রোঞ্জ মেডালিস্ট।

এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের এডভাইজারি বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের সভাপতি রতন সাহা, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় সহ অন্যান্যরা।

এই কোচিং ক্যাম্পে প্রায় ১৫০ জন খেলোয়ার কে প্রশিক্ষণ দেবেন অরিত্র নন্দী সহ ও রাজ্যের ব্যাডমিন্টনের কোচরা। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের সভাপতি রতন সাহা। প্রশিক্ষনার্থী ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রাও এ ধরনের প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পেরে দারুণ খুশি।

জাতীয় মাস্টার্স পাওয়ার লিফটিং আসর ইন্দোরে, রাজ্যদলের রওয়ানা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় ক্লাসিক এন্ড ইকুইপ পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। আগামী ২১ থেকে ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য এই জাতীয় পাওয়ার লিফটিং আসরে ত্রিপুরা থেকে মাস্টার প্লেয়ার তিন জন এবং কোচ কাম ম্যানেজার হিসেবে একজনসহ চার সদস্যের রাজ্য দল অংশ নিচ্ছেন। মাস্টার প্লেয়াররা হলেন ৬৬ কেজি বিভাগে অমল কুমার ঘোষ, ৭৪ কেজি বিভাগে শুভম রায়, ৯৩ কেজি বিভাগে সমীর দে। কোচ কাম ম্যানেজার হিসেবে যাচ্ছেন শান্তনু সূত্রধর।

রাজ্য দল আগামীকাল ইন্দরের উদ্দেশ্যে রেলপথে রওয়ানা হবেন। এবং ক্রীড়া প্রেমীদের প্রত্যাশা বিগত বছরের মত এবারও রাজ্যের মাস্টার পাওয়ার লিফটাররা সাফল্য অর্জন করে ফিরবে।

সুমিত নাগাল এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ৬৮—তে প্রবেশ করলেন

য়াদিল্লি, ১৬ জুলাই (হি.স.): সুমিত নাগাল এটিপি র‍্যাঙ্কিং-এ ৬৮—এ প্রবেশ করলেন। কেরিয়ারে তিনি উচ্চ র‍্যাঙ্কিং অর্জন করেছেন, যা ১৯৭৩ সালে সিস্টেম প্রবর্তনের পর থেকে তাকে চতুর্থ সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং করা ভারতীয় ব্যক্তি করে তুলেছে। কয়েকদিন আগে ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলার পর নাগাল পাঁচটি ধাপ উঠে শশী মেননকে ছাড়িয়ে গেছেন।

ভারতীয় পুরুষ খেলোয়াড়দের তালিকা, যাঁরা তাঁদের কেরিয়ারের কিছু পর্যায়ে শীর্ষ ১০০-র মধ্যে স্থান পেয়েছেনঃ

বিজয় অমৃতরাজ - ১৮ (১৯৮০)রমেশ কৃষ্ণান - ২৩ (১৯৮৫)**সোমদেব দেববর্মন - ৬২ (২০১১)**সুমিত নাগাল - ৬৮ (২০২৪)**শশী মেনন - ৭১ (১৯৭৫)**লিয়েন্ডার পেস - ৭৩ (১৯৯৮)**আনন্দ অমৃতরাজ - ৭৪ (১৯৭৪)**প্রজনেশ গুনেশ্বরন - ৭৫ (২০১৯)**ইউকি ভামব্রি - ৮৩ (২০১৮)**জসজিৎ সিং - ৮৯ (১৯৭৪)।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অলিম্পিকের ১০ প্রধান স্পনসরার

প্যারিস, ১৬ জুলাই (হি.স.): অলিম্পিকের মতো বিশাল প্রতিযোগিতাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বিশ্বের কিছু বড় ব্র্যান্ডের সাথে হাত মেলায় এবং তাদের অলিম্পিক পার্টনার করে। এবারের অলিম্পিকে সেই সমস্ত স্পনসরারদের তালিকা।

ওমেগা:একটি সুইস বিলাসবহুল ঘড়ি নির্মাতা সংস্থা। ১৯৩২ সাল থেকে অলিম্পিক গেমসের সঙ্গে যুক্ত। এবারও তারা প্যারিস অলিম্পিক গেমসে রয়েছে। ওমেগা ঘড়িগুলি পুরো প্যারিস জুড়ে এবং খেলার স্থানগুলির ভিতরে দেখা যাবে। কারণ সেগুলি সময়, স্কোরিং এবং ভেন্যু ফলাফলের সিস্টেমগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা হবে।

কোকাকোলা:অলিম্পিকের সাথে কোকা-কোলার সম্পর্ক ১০০ বছরের। অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিকের বিশ্বব্যাপী অংশীদার হিসাবে কোকাকোলা প্যারিস অলিম্পিকের টর্চ রিলেতে অংশীদার হবে। এছাড়া কোকাকোলা পানীয় হিসেবে ক্রীড়াবিদ, কর্মকর্তা এবং দর্শকদের সতেজ রাখবে।

ব্রিজস্টোন:জাপান ভিত্তিক এই ব্র্যান্ডটি ২০১৪ সাল থেকে অলিম্পিক পার্টনার। ব্রিজস্টোন প্যারিস অলিম্পিক গেমসের অফিসিয়াল ফ্লিট যানবাহনগুলিতে প্রিমিয়াম টায়ার এবং ট্রাই সম্পর্কিত রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা প্রদান করবে।

ডেলয়েট:পরিষেবা নেটওয়ার্ক সংস্থা। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সাথে যুক্ত। ডেলয়েট প্যারিস অলিম্পিকের পার্টনার।

ইন্টেল:মার্কিন ভিত্তিক প্রযুক্তি সংস্থা ইন্টেল। ইন্টেল বিশ্বজুড়ে ভক্ত, সংগঠক, ক্রীড়াবিদ এবং দর্শকদের জন্য অলিম্পিক অভিজ্ঞতাকে রূপান্তর করতে তার প্রযুক্তি ব্যবহার ক ব . ে ব ।

মেংনিউ:মেংনিউ হল একটি চীনা দুগ্ধজাত পণ্য এবং আইসক্রিমের উৎপাদন সংস্থা। মেংনিউ ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী অলিম্পিক পার্টনার হয়ে ওঠে। মেংনিউ অলিম্পিক গেমসে অলিম্পিয়ান এবং ক্রীড়া অনুরাগীদের স্বাস্থ্য ও আনন্দ উন্নীত করতে সাহায্য করবে।

প্যানাসনিক:প্যানাসনিক একটি জাপান ভিত্তিক ইলেকট্রনিক প্রস্তুতকারক সংস্থা। ১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের সাথে যুক্ত। অলিম্পিকে তারা প্যানাসনিক অডিও সিস্টেম এবং বড় ভিডিও ডিসপ্লে স্ক্রিন সরবরাহ করে।

প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল:২০১০ সাল থেকে এরা অলিম্পিক অংশীদার। অলিম্পিকের ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো অলিম্পিক ভিলেজের ভেতরে নার্সারি তৈরি করা হবে।

প্রোক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল তার পণ্যের পরিসরের মাধ্যমে ক্রীড়াবিদদের তাদের সৌন্দর্য এবং সাজসজ্জার প্রয়োজনে সাহায্য করবে।

স্যামসাং:দক্ষিণ কোরিয়া ভিত্তিক এই কোম্পানিটি ১৯৮৮ সালের সিওল অলিম্পিকের সময় স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক ছিল। স্যামসাং ১৯৯৮ সালে অফিসিয়াল অলিম্পিক পার্টনার হয়।

স্যামসাং অলিম্পিক গেমসের অফিসিয়াল ওয়্যারলেস যোগাযোগ এবং কম্পিউটিং অংশীদার হিসাবে কাজ করে।

টয়োটা:জাপানি অটোমোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা হল টয়োটা। আইওসি এবং ইন্টারন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটির ওয়ার্ল্ডওয়াইড মোবিলিটি পার্টনার। প্যারিস অলিম্পিক গেমসের জন্য টয়োটা ক্রীড়াবিদদের গতিশীলতা নিশ্চিত করবে। টয়োটা গেম ভিলেজের ভিতর ২,৬৫০টিরও বেশি ইভি মোতায়েন করবে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন জিরু

প্যারিস, ১৬ জুলাই (হি.স.): সোমবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্ট করে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন ফ্রান্সের তারকা ফুটবলার জিরু।

পোস্ট ---এ জিরু লিখেছেন, "এখন থেকে আমি ফ্রান্স—এর জাতীয় দলের প্রাক্তন খেলোয়াড়। ফ্রান্সের একজন সমর্থক। ফ্রান্স জাতীয় দলে আমি ১৩ বছর খেলেছি, যা আমার হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকবে। এটি আমার জন্য সবচেয়ে গর্বের।'

তার ইউরো জেতা হয়নি। তবে জিরু জাতীয় দলের হয়ে জিতেছেন ২০১৮ বিশ্বকাপ ও ২০২১ নেশন্স লিগ। ১৪ বছরে ১৩৭ ম্যাচ খেলে করেছেন ৫৭ গোল। তিনি এখন এসি মিলান ছেড়ে যোগ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেসে। সেই ক্লাবে রয়েছেন তার সঙ্গে বিশ্বকাপ খেলা (২০১৮) ফ্রান্স অধিনায়ক হুগো লরিস।

৩৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: আগরতলা পুর নিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র তথা দীপক মজুমদার। এদিন তিনি জনগণের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনলেন।এদিকে, মেয়রের সামনে দীর্ঘদিনের সমস্যায় অতিষ্ঠ হয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন আম জনতা।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। এলাকায় যেগুলো সমস্যা রয়েছে তা অতিসত্বর সমাধান করার কাজ শুরু করা হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, জয়নগরের কাঠের ব্রীজটি সংস্কারের অভাবে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে কাঠের ব্রীজটি বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। তা অতিসত্বর সংস্কার করা হবে। আপাতত সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে।

বাংলাদেশী সহ দুই ভারতীয় টাউট আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: পৃথক দুই অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ এবং আরপিএফ। আজ ভোরে সীমান্তে টহলধারীর সময় একজন বাংলাদেশী এবং বহিঃরাজ্যের এক ব্যক্তিকে আটক করে। অন্যদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিএসএফ এবং আরপিএফ আগরতলা রেলস্টেশন থেকে একজন বাংলাদেশী নাগরিক এবং এক ভারতীয় টাউটকে আটক করে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হবে।

বিএসএফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বিওপি নিশ্চিতপুরে টহলদারীর সময় সন্দেহভাজন দুইজন ব্যক্তিকে আটক করে। তারা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তখন তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশী নাগরিক। তার নাম আতিকুর রহমান (৪৮)। আরেকজন, সন্দেহভাজন টাউকে আটক করা হয়েছে। সে অসমের বাসিন্দা অরবিন্দ দাস। অন্যদিকে, আজ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিএসএফ এবং আরপিএফের যৌথ অভিযানে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে দুইজন ব্যক্তিকে আটক করে। তাঁদের মধ্যে একজন চট্টগ্রামের বাসিন্দা রিংকু চন্দ্র দাস(১৮) এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা রয়েল দাস(২৭)-কে আটক করে।

বিএসএফ এবং যাত্রাপুর পুলিশের যৌথ অভিযানে গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ ও বিএসএফ। যাত্রাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে যৌথ বাহিনী।এদিন প্রায় ১৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

বিএসএফ এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছো, সোমবার সকালে খবর আসে যাত্রাপুর থানাধীন নির্ভরপুর এলাকায় বাবুল মজুমদারের বাড়িতে গাঁজা চাষ করা হয়। তার বাড়িতে গাজা বাগানে অভিযান চালানো হয়েছে। তাতে ১৫ হাজার গাছ নষ্ট করা হয়েছে।

শিশুকন্যা অপহরণ কান্ডে নাবালক সহ ধৃত ৩

দুর্গাপুর, ১৬ জুলাই (হি. স.) : প্রায় একমাস পর দুর্গাপুরে শিশুকণ্যা অপহরন কান্ডে পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক নাবালক ও দুই মহিলা। মঙ্গলবার তাদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। অপহরণের কারন জানতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে তদন্তকারী পুলিশ। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম মমতা কুজুর এক কিশোর কাশিরাম রোড এলাকার এবং তিলক রোড এলাকার বাসিন্দা নমিতা ধাত্রী। তাদের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত ১৬ জুন দুর্গাপুরের ডিএসপি টাউনশিপের তিলক রোডের মাঠ থেকে কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে দুই বছরের শিশুকন্যাকে অপহরণের অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন ওঠে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। যদিও ঘটনার ৪৮ ঘন্টা পর ওই এলাকায় অপহৃত শিশু কণ্যাকে ছেড়ে দিয়ে যায় অপহরণকারীরা। শিশুর পরনের পোশাক বদল ও মুখে হাসি দেখে রহস্যের দানা বাঁধে। তাতেই কার্যত নিশ্চত হয়, অপহরণকারীরা পরিবারের পরিচত মুখ। তারপর থেকে পুলুশ সিসিটিভির ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করে। সোমবার রাতে দুর্গাপুর থানার পুলিশ কাশীরাম রোড ও তিলক রোড এলাকা থেকে এক কিশোর ও দুই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে দুই মহিলাকে তোলা হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এবং ধৃত কিশোরকে আসানসোলের জুভেনাইল আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে , " সিসিটিভির ছবি দেখে অভিযুক্তদের সনাক্ত করা হয়েছে। তবে শিশু চুরির কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তদন্ত চলছে।'

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান, মৃত কমপক্ষে ৩৫

কাবুল, ১৬ জুলাই (হি. স.) : ভারী বৃষ্টি ও একটানা ঝড় বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান। ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩৫ জনের। আহত হয়েছেন ২৩০ জন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে স্থানীয় প্রশাসন। প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে প্রচুর গাছ। ধসে গিয়েছে বাড়ির ছাদ, দেওয়াল।বিগত কয়েক মাস ধরেই বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আফগানিস্তানের জনজীবন। কয়েকটি প্রদেশে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সোমবার ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ে জালালাবাদ এবং নানগারহার প্রদেশের কিছু জেলায়। সঙ্গে ছিল ঝড় ও বজ্রপাতের দাপট। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে আফগানিস্তানের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান কুরেশি বদলুন বলেন, 'হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে আহতদের চিকিৎসা চলছে।' অন্যদিকে তালিবান সরকারের মুখপাত্র বলেন, 'নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাই। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাহায্য প্রদান করা হবে।'

বিদ্যুৎ চপলতায় নাজেহাল অবস্থা উনকোটি জেলা হাসপাতালের রোগীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ জুলাই: গত বেশ কিছুদিন ধরেই উনকোটি জেলা হাসপাতালে বিদ্যুৎ যন্ত্রণা চরম আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। উনকোটি জেলা হাসপাতালে বিদ্যুতের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ রোগী থেকে শুরু করে রোগীর পরিজনরা। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ সোমবার গভীর রাতে কোন কারণ ছাড়া বিদ্যুৎ চলে যায় জেলা হাসপাতালে। যার ফলে প্রতিটি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা রোগীদের চরম অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কেননা প্রচন্ড গরম থাকার কারণে রোগীদের এবং রোগীর পরিজনদের চরম অসুবিধা হয়। পাশাপাশি শিশু বিভাগ ও সার্জারি ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফ্যান না থাকার কারণে চরম অসুবিধার শিকার হতে হচ্ছে রোগীদের। অনেকে বাড়ি থেকে ফ্যান বহন করে হাসপাতালে নিয়ে আসছে সেই ওয়ার্ডগুলিতে ফ্যান থাকলেও তা অনেকটি বিকল অবস্থায় রয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রোগীর পরিজনরা উক্ত বিষয় নিয়ে একরাশ খুব উগরে দেন। তাছাড়া হাসপাতালের শৌচাগার গুলো ব্যবহার অযোগ্য হয়ে আছে।

চিকিৎসক স্বল্পতায় ভুগছে সোনামুড়ার সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৬ জুলাই: চিকিৎসক স্বল্পতায় ভুগছে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন না রোগীরা। সমস্যার মূল কারণ চিকিৎসক স্বল্পতা।বর্তমানে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তিনজন চিকিৎসক রয়েছেন। যার মধ্যে একজনকে ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাজধানীতে। বাকি যে দুজন চিকিৎসক রয়েছেন তার মধ্যে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক চিকিৎসক ডায়াল দেববর্মা। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে দিনরাত পরিষেবা দিয়ে হাঁফিয়ে যাচ্ছেন সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এমওআইসি পার্থপ্রতিম দাস। তিনি জানান এরকম অবস্থা চলতে থাকলে দিন-রাত পরিষেবা দেওয়াটা তার পক্ষেও কষ্টকর হয়ে যাবে। আর এর ফলে রোগীরা সঠিক পরিষেবা থেকে ব্যাহত হবেন। তাই অতিসত্তর সমস্যার সমাধান করা না হলে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রোগী এবং তার পরিবার এর মধ্যে।

মালবাহি লরির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু পুলিশ কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ জুলাই: মালবাহি লরির ধাক্কায় এক পুলিশ কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। মঙ্গলবার বিকেলে এই সড়ক দুর্ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে জাতীয় সড়কের বীরচন্দ্র শহীদ মিনার সংলগ্ন এলাকায়। জাতীয় সড়কের বীরচন্দ্র শহীদ মিনার সংলগ্ন এলাকায় মালবাহী লড়ির ধাক্কায় এক পুলিশ কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। মৃত পুলিশকর্মীর নাম কমলা মোহন জমাতিয়া। বাড়ি গোমতী জেলার কিল্লা এলাকায়। তিনি সাব্রুম থানায় কনষ্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন।

বিবরনে জানা গেছে মঙ্গলবার রাতে থানায় ডিউটি থাকার কারণে তিনি নিজ বাড়ী থেকে টিআর০৩-কে-৯২৬৯ নাম্বারের বাইকে করে সাব্রুমের উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেন। বীরচন্দ্র শহীদ মিনার সংলগ্ন আসার পর টি আর ০১ এ ইউ ১৬১৯ নাম্বারের মালবাহী একটি ট্রাক সজোরে ধাক্কা দিয়ে আগরতলা পথে চলে যায়।

মঙ্গলবার বিকেলের এই সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শান্তির বাজার মহকুমার দমকল বাহিনীর কর্মীরা দুর্ঘটনাস্তলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু আহত ব্যক্তিকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক।

অন্যদিকে পরবর্তী সময়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ মালবাহী লড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে লরিটিকে আটক করে মনপাথর ফাঁড়ীর পুলিশ। আগামীকাল শান্তির বাজার হাসপাতালে মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

এলাকার একমাত্র পানীয় জলের উৎস নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ, বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৬ জুলাই: সাব্রুম মহকুমার রুপাইছড়ি আর ডি ব্লকের অধীনে পূর্ব সাব্রুম এডিসি ভিলেজের সুবল পাড়া এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের জলজীবন মিশন প্রকল্পে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় ডিপ টিউবওয়েল। এই টিউবওয়েলের কাজ সম্পন্ন হয় সরকারিভাবে অল্প কিছুদিন আগে। কিন্তু তখনই এলাকার জনগণ সড়ব হয়েছিল এই টিউবয়েলের কাজের গুণগত মান নিয়ে। এবার তা প্রকাশ্যে এলো সুবল পাড়া এলাকায় পানীয় জলের জন্য এই ডিপ টিউবওয়েলটি স্থাপন করার পর পূর্ব সাব্রুম এডিসি ভিলেজের সুবলপাড়া এলাকার বিভিন্ন পাড়াতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাইপলাইন বসানো হয়। কিন্তু ঠিকাদারি সংস্থা কোনরকমভাবে এই ডিপ টিউবওয়েলের কাজটি সম্পূর্ণ করে এবং খুব নিম্নমানের কাজ করে পাইপ লাইনগুলি বসিয়েনছে।

ওই ৭৫ লক্ষ টাকার কাজের বরাত প্রাপ্ত ঠিকাদার কোনরকমভাবে পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাইপলাইন বসিয়ে দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। পাইপলাইন বসানোর পর থেকে এখনো পর্যন্ত এলাকার জনগণের বাড়িতে আর পানীয় জল পৌঁছায়নি। বহুবার এ বিষয়ে এলাকার জনগণ রুপায়ছড়ি ডিডব্লিউএস-এর আধিকারিককে জানানো হলেও তারা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এলাকার জনগণের অভিযোগ সুবলপাড়া এলাকায় সরকারি এই প্রকল্প চালু হলেও এখনো পর্যন্ত একদিনও এই টিউবওয়েলের জল পৌঁছায়নি এলাকার জনগণদের বাড়িতে।

তাই ওই এলাকার ৭৫ থেকে ৮০ পরিবার এখনো ছড়ার জল খেয়ে জীবনযাপন করে যাচ্ছে। যার ফলে তারা নানাবিধ রোগ শোকে আক্রান্ত হয়ে প্রতিনিয়ত হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে সুবল পাড়া এলাকার জনগণ মঙ্গলবার পূর্ব সাব্রুম যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে। এবং ডিডাব্লিউএস দপ্তর থেকে দুজন কর্মচারী সেখানে কাজ করতে গেলে এলাকার ক্ষুব্ধ জনগণ ওই দুই কর্মচারীকে পাম্প হাউস ঘরের মধ্যে তালা লাগিয়ে রাখে।এলাকার জনগণের দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত এলাকায় সঠিকভাবে পানীয় জল পৌঁছাবে ততক্ষণ পর্যন্ত অবরোধ চলবে এবং এলাকার জনগণের আরো দাবি রুংকাইছড়ি ডিডাব্লিউএস-এর আধিকারিক এলাকায় না গেলে ওই দুই কর্মচারীকে তালা বন্দী করে রাখা হবে। এ নিয়ে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জেলাশাসকের মারফতে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাবী সনদ পেশ করল আমরা বাঙালি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধলাই, ১৬ জুলাই: মঙ্গলবার ধলাই জেলার আমরা বাঙালী কমিটির উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তার মারফতে গন্ডাছড়ার বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল, প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ, অশোক দাস, গীতাঞ্জলি দেবী, সীমন্তনী দেব, ধলাই জেলা সচিব প্রেমতোষ দেব।ডেপুটেশন শেষে আমবাসা বাজারে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১২ জুলাই পরমেশ্বর রিয়াং এর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বাঙালীদের ঘরবাড়ি, দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে জনজাতিদের একটি একাংশ। খবরে প্রকাশ গন্ডাছড়ার কলেজ মাঠে জুয়ার আসরে মদমত্ত অবস্থায় যে কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র জাতি জনজাতি কয়েকজনের তর্কাতর্কি ও ধস্তাধস্তির মধ্যে পরমেশ্বর রিয়াং নামে এক যুবক অসাবধানতাবশত মেলা প্রাঙ্গণে অসুরক্ষিত বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে জড়িয়ে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়। এরপর উক্ত ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করে পুলিশ।

পরবর্তী সময়ে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরমেশ্বর রিয়াং মারা যায়। মারা যাওয়ার খবর গন্ডাছড়ায় পৌঁছতেই সংঘবদ্ধভাবে একের পর এক বাঙালীদের পাড়ায় ঢুকে ঘর বাড়ি দোকান পাটে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গোটা গণ্ডাছড়া জুড়ে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। তাই উদ্ভুত সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য আমরা বাঙালী দলের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাবি সনদ পেশ করে দাবি করা হয় - ১) অবলম্বি গন্ডাছড়ার বিভিন্ন স্থানে আশ্রিত বাঙালী শরণার্থী দের পানীয় জল, ঔষধ পত্র, খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে।২) শরণার্থী শিবিরে আশ্রিতরা যাতে নির্ভয়ে বাড়িঘরে যেতে পারে তাই স্থায়ীভাবে টিএসআর ক্যাম্প বসাতে হবে। ৩) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, দোকানী ও যানবাহনের মালিকদের প্রত্যেককে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। ৪) সরকারি তরফে ঘর বাড়ি নির্মাণ করে দিতে হবে ও বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী বছর খানেক দিতে হবে। ৪) বাড়িঘরে ও দোকান পাটে আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করে বর্তমান আইন অনুসারে কঠোর সাজার ব্যাবস্থা করতে হবে। যাতে দ্বিতীয়বার এই কাজ করতে তারা ভয় পায়। ৫) ঘটনার দিন প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছে কিনা তার সঠিক তদন্ত করতে হবে। ৬) ৮০ সালের পর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি বাঙালী পরিবারকে ক্ষতি পূরণ ও ভূমিহীনদের ভূমি দিতে হবে। ৭) পেকুয়া ছড়া ও গন্ডাছড়ার বাঙালীদের ব্রু শরণার্থীদের মতো সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। ৮) ভোট ব্যাংকের স্বার্থে লাল সাদা আমলের মতো ও ব্রু শরণার্থীদের মতো এক তরফা ভাবে জনজাতি তোষণ নীতি বন্ধ করতে হবে। ৯) নূতন আইন অনুসারে হিংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িত জাত পাতের বিচার না করে সকল অপরাধীদের চিহ্নিত করে দ্রুত সাজার ব্যাবস্থা করতে হবে। ১০) এ ডি সি এলাকায় বাঙালীদের উপর বার বার আক্রমণের ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের নূতন আইন অনুসারে সাজার ব্যাবস্থা করতে হবে।

সুষ্ঠভাবে নির্বাচন পরিচালনা এবং বিরোধীদের নিরাপত্তা প্রদানের দাবিতে জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জুলাই: ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এবং বিরোধী সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য মঙ্গলবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয় উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের নিকট।

রাজ্যে যে আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন তাকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং বিরোধী দলের সদস্যদের নির্বাচনী কাজে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা চেয়ে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এর কাছে এক ডেপুটেশন দেয় জেলা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সম্পাদক জোয়ান ভট্টাচার্য, জয়েন্ট সম্পাদক ইন্দ্রজিত পাল অ্যাডভোকেট বাঁচিত খান প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। তাদের দাবি রাজ্যে বর্তমান ত্রিস্তরী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পরিবেশ স্বাভাবিক নয়। এই ভয়ংকর পরিস্থিতিকে বিরোধী দলের সদস্যরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। কখনো তাদের প্রতি হুমকি, ভাঙচুর আবার কখনো শারীরিক লাঞ্ছনা করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মনগর থানায় বেশ কয়েকটি মামলা করা হলেও পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি। তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অক্ষুন্ন রাখতে ২৪ ঘন্টার জন্য প্রতিটি প্রার্থীকে সরকারের নিরাপত্তা দেওয়া দরকার, এই দাবি জানানো হয় এদিন। জুনের ২৯ তারিখ ব্লক কংগ্রেস সভানেত্রী গৌরী বিশ্বাস, বড়ুয়াকান্দি নিবাসী হিমাদ্রি দেব এবং রত্না রায় কে হুমকি প্রদর্শন করা হয়। ১২ জুলাই গৌরী বিশ্বাসের বাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং ১৫ জুলাই মন্টু সিং কে হুমকি দেওয়া হয়। ১৫ জুলাই আবার বিকেল বেলা প্রদেশ জাতীয় কংগ্রেস সম্পাদক চয়ন ভট্টাচার্য কে রাস্তা আটক করা হয় এবং তাকে হুমকি দেওয়া হয় যে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস দল যাতে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এমনটাই অভিযোগ কংগ্রেসের।

এই দাবিগুলি নিয়ে প্রতিনিধি দল উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর সাথে ডেপুটেশনে সামিল হয়। প্রতিনিধি দল সাংবাদিকদের সামনে শাসকদলের ত্রিস্তরী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে যে কার্যকলাপ চালাচ্ছে তাকে ধিক্কার জানিয়ে সুবিচারের আবেদন জানানো হয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে এই নির্বাচনে অক্ষুণ্ণ থাকে তার আবেদন জানানো হয়।

চৌবাচ্চায় ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু দেড় বছরের শিশুর

আসানসোল, ১৬ জুলাই (হি. স.) : আসানসোলে চিত্তরঞ্জনে এক রেল আধিকারিকের বাংলোর চৌবাচ্চায় ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দেড় বছরের শিশুর। জানা গেছে, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার ওই আধিকারিক থাকেন অফিসার্স কলোনির বাংলোয়। বাংলার মধ্যেই আছে আউট হাউস। সেই আউট হাউসে থাকেন উজ্জ্বল ধীবর ও তার স্ত্রী বাবলি ধীবর ও তাদের দেড় বছরের শিশু মহাদেব। উজ্জ্বলবাবু বাস কর্মী। বাবলি দেবী পরিচারিকার কাজ করেন। এদিন দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ কোনওভাবে শিশু মহাদেব বাংলোর মধ্যে থাকা জল ভর্তি চৌবাচ্চায় পড়ে যায়। সেই সময় ধীবর দম্পতি সেখানে ছিলেন না। পরে বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপর শিশুটিকে চৌবাচ্চার জল থেকে উদ্ধার করে চিত্তরঞ্জন কে জি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানায়, বাংলোর মধ্যে থাকা গাছে জল দেওয়ার জন্য ওই চৌবাচ্চায় জলে ভরে রাখা হয়। সেখানেই দেড় বছরের মহাদেব পড়ে যায়। পুলিশ জানায়, সেই সময় ওই শিশুর বাবা ও মা বাগানে কাজ করছিল। তখনই কোনওভাবে ওই শিশু চৌবাচ্চার কাছে চলে যায় ও জলে পড়ে যায়। মঙ্গলবার মৃত শিশুটির দেহটির ময়নাতদন্ত হয়েছে আসানসোল জেলা আদালতে।

মায়ের সঙ্গে অভিমানে আত্মহত্যা যুবকের, শাশুড়ির শাস্তির দাবি গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: মায়ের সঙ্গে অভিমান করে আত্মহত্যা করলো এক ছেলে। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে রানীবাজার এলাকায়। মৃত ছেলের নাম রুবেল পাল(৩১)।

জানা গেছে সে জুয়েলারিতে কাজ করত। এদিন সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রথমে মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় ছেলের। এরপর মা বকুনি দিলে আত্ম অভিমানী হয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে ছেলে রুবেল। সেই সময় তার স্ত্রী ও মা ডাকাডাকি করলেও কর্ণপাত করেনি অভিমানী ছেলে।শেষ পর্যন্ত চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় জিবি হাসপাতাল। কিন্তু তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। মঙ্গলবার ময়নাতদন্ত শেষে জিবি হাসপাতাল থেকে তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় মৃতের স্ত্রী ও পরিবারের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া দেখা গেছে।মৃত যুবকের স্ত্রীর অভিযোগ, তার শাশুড়ি প্রায়শই তার স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধ করত। তাই বাধ্য হয়ে তার স্বামী আত্মহত্যা করেছে। শাশুড়ির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বামীহারা গৃহবধূ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।